জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বড়দিনের উৎসব

অ্যালেন পার্কে এবছরের বড়দিনের উৎসব শুরু হবে ১৮ ডিসেম্বর, চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোকসজ্জায় নতুনত্বের পাশাপাশি বরাদ্দও বেড়েছে

ব্যাকফুটে শীত

১৭ ডিসেম্বর নতুন করে আরেকটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা। বাংলায় সরাসরি প্রভাব পড়বে না। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা উপরের দিকেই থাকবে

‘জি রামজি’ বিলের বিরুদ্ধে গান্ধীর ছবি হাতে সংসদে প্রতিবাদে তৃণমূল

রেকর্ড ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় কেকেআরে গ্রিন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০২ ● ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 202 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 17 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রাজধর্ম পালন মুখ্যমন্ত্রীর শীর্ষস্তরে কঠোর পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : যুবভারতী-কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। আসলে রাজধর্ম পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেডিয়ামে ভাঙচুরের তিনদিনের মাথায় প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি। এই ঘটনায় সাসপেন্ড হলেন বিধাননগরের ডিসি অনীশ সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শো-কজ করা হল রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, বিধান নগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার এবং ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিনহাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। অপসারিত যুবভারতীর সিইও দেবকুমার নন্দন। কমিটির তরফে (এরপর ১০ পাতায়)

যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

- **শোকজ :** রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার, যুব ও ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা
- **অপসারিত :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও দেবকুমার নন্দন
- **সাসপেন্ড :** বিধাননগরের ডিসিপি অনীশ সরকার

- চার আইপিএসের সিট গড়ে দিল তদন্ত কমিটি
- পীযূষ পাণ্ডে (ডাইরেক্টর সিকিউরিটি)
- জাভেদ শামিম (এডিজি আইনশৃঙ্খলা)
- সুপ্রতিম সরকার (এডিজি দক্ষিণবঙ্গ)
- মুরলীধর শর্মা (সিপি, বারাকপুর)

ক্রীড়া দফতর আপাতত দেখভালে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : যুবভারতীর ঘটনার প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে এসআইটি। এই আবহে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। তাঁর এই মানসিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রীড়ামন্ত্রীর এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলেও মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী একটি চিঠিতে লিখেছেন, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে আপাতত এই দফতরের বাইরে থাকবেন অরূপ বিশ্বাস। এই সময়টা ক্রীড়া দফতর দেখভাল করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, রাজধর্ম পালন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে পদ থেকে অব্যাহতি নিতে চেয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। বাম জমানায় এই নজির নেই। মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। সরকার যা ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানিয়ে দিয়েছে। বাম জমানার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সিপিএম জমানায় ১৯৮০ সালে ১৬ অগাস্ট ইডেনে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৯৬ সালে ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেটের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। দেশের মুখ পোড়ে। কিন্তু বাম সরকারে সেই সময়ের ক্রীড়া বা পুলিশমন্ত্রীরা কোনও দায় নেননি। বাম সরকারও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও এবার যুবভারতীতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা প্রবল, তবু মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ তদন্ত করিয়ে রাজধর্ম পালন করেছেন। এটা একমাত্র তিনিই করেন।

প্রকাশ হল খসড়া তালিকা অসঙ্গতি মিললেই আপত্তি

প্রতিবেদন : বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পর খসড়া তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। খসড়া তালিকায় আপাতত ৫৮ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়েছে। পাশাপাশি ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনওভাবে সংযোগ মেলেনি এমন আন-ম্যাপড ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বলে জানিয়েছে কমিশন। খসড়া তালিকায় কোনও কারণে কার নাম বাদ গিয়েছে, তার ব্যাখ্যাও নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত, অনুপস্থিত, ডুপ্লিকেট বা স্থানান্তরিত— এই কারণগুলির ভিত্তিতেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় বাদ পড়া ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের মধ্যে নিখোঁজ বা অনুপস্থিত ভোটারের সংখ্যা ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮। মৃত ভোটার হিসেবে চিহ্নিত (এরপর ১২ পাতায়)

সোমবার বিএলএ-কর্মীদের নিয়ে ইনডোরে সভা নেত্রীর

প্রতিবেদন : সব বিএলএ এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের নিয়ে ২২ ডিসেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সভা ডাকলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন অন্যান্য নেতৃত্বও। মঙ্গলবার কালীঘাটে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিএলএ (২)-দের নিয়ে বৈঠকে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। এদিন রাজ্যের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, তালিকায় অসঙ্গতি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৯৮ জনের নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে। এরপর আরও বাদ যাবে। ফলে সার্বিকভাবে আরও সতর্ক থাকতে হবে দলকে। বিএলএ-দের। কারণ কমিশন সন্দেহজনক ভোটারদের নোটিশ পাঠাবে হিয়ারিংয়ের জন্য। এদিন বৈঠকে দলনেত্রী বলেন, অনেক নাম বাদ পড়েছে। আপনাদের ভাল করে স্ক্রুটিনি করতে হবে ভোটার তালিকা। (এরপর ১০ পাতায়)

কামারপুকুর ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার নবান্নে জয়রামবাটি-কামালপুকুর ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুর এবং সারদামায়ের জয়রামবাটি বাংলার মানুষের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। বিগত ১৫ বছরে টানা উন্নয়ন হয়েছে এই দুটি এলাকায়। এলাকা দুটির উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ড তৈরি করে ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেন। আগামী দিনে এই বোর্ড দুটি এলাকার উন্নয়নে আরও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে জানান।

কামারপুকুরের উন্নয়নের জন্য আগেই প্রায় ৮০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে রাজ্য সরকার। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ, (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এ যুগ

এ কোন যুগে দাঁড়িয়ে আমরা
এ কোন যুগের সন্ধিক্ষণ
যেখানে মানুষের সাথে কথা বলাও
এ যুগের নাকি অন্তিম ক্ষণ।।

প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগে
কোথায় আজ আমরা দাঁড়িয়ে
সভ্যতাই যখন সভ্যতার সঙ্কট
তখন সত্য মানুষ যাচ্ছে হারিয়ে।।

সমাজের যাঁরা হয়েছেন হর্তা কর্তা
রাষ্ট্রের যাঁরা হয়েছেন ভাগ্যবিধাতা
একবারও কি ভেবেছেন তাঁরা
কোথায় গেলো সব মানুষ প্রেমীরা?

ক্ষমতা নির্ধারণ করছেন যারা
মানুষ ভুলেছেন, ভোলেনি সর্বহারা
সাদা-কালোর আঁধারে সর্বেশ্বরসর্বা
কালো প্রিয়তমা, সাদা নাইবা।।

সার-এফআইআর যাই হোক, আসন বাড়বে : অভিষেক

প্রতিবেদন : দিল্লি পৌঁছেই কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিজেপিকে। লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এসআইআর বা এফআইআর যাই করুক বিজেপি, বাংলায় ছাব্বিশের ভোটে একটা হলেও আসন বাড়বে তৃণমূলের, ভোট শতাংশও বাড়বে। বিজেপির ক্ষমতা নেই সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার। তৃণমূলের আসন বাড়লে ১০ কোটি বাঙালির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপিকে। আর বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা ৭ দিনের মধ্যে ছাড়তে হবে। মেসি সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই অভিষেকের পাল্টা প্রশ্ন, কুম্ভমেলায় প্রায় ১০০ জন মারা গিয়েছেন। (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 December, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩১ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাদিবস। কলকাতায় এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। আজকের অতিমারি-বিধ্বস্ত দুনিয়ায় রাশিবিজ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজন অনেক বেশি। প্রচুর মডেল বানিয়েছেন ডেটা সায়েন্টিস্টরা, রাশিবিজ্ঞানীরা, কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞরা, মহামারী-বিশেষজ্ঞরা। অতিমারির দাপটে জিডিপি নেমেছে তলানিতে। কাজ হারিয়েছেন অগণিত মানুষ। রোজগার প্রতিনিয়ত কমে চলেছে বহু মানুষের। উপযুক্ত সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির একটা উপযুক্ত অনুমান এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন— আগামী দিনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষার পরিকল্পনার পথনির্দেশের জন্যে। কোভিড-বিধ্বস্ত দেশের দরকার বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে করা মহলানবিশের সার্ভের মতোই নিখুঁত যুক্তিনিষ্ঠ পরিমাপ, যাতে রাশিবিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে থাকবে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং বাস্তবের মিশেল। দেশ ও সমাজের এই ক্রান্তিকালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আইএসআই আজও প্রবলভাবেই প্রাসঙ্গিক।

১৯২৭ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

(১৯০১-১৯২৭) এদিন উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। বাবা ক্ষিতীশমোহনের কাছে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই পুলিশের নজরে ছিলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ সময় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা ও দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় প্রথমে দ্বীপান্তর, পরে ফাঁসি হয়। যেদিন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা ছিল, ফাঁসির তারিখ তার চেয়ে দু'দিন এগিয়ে এনেছিল ব্রিটিশ সরকার।

১৯৪২ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠাদিবস।

ব্রিটিশ শাসনকালে এটি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমান্তরাল জাতীয় সরকার। সবাধিনায়ক হন বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত। এই জাতীয় সরকার সে-সময় পৃথক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার, কৃষি, প্রচার, সমর ইত্যাদি বিভাগে পৃথক পৃথক সচিব নিয়োগ করা হয়েছিল। সবার উপরে ছিলেন সবাধিনায়ক বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত। অর্থসচিব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সমর ও স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন সুশীলকুমার ধাড়া। ১৯৪৪ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব।

১৯২৮ ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার সন্ডার্সকে হত্যা করেন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, রাজগুরু ও শুকদেব। লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধস্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনার পরেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন ভগৎ সিং। আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৯ নম্বর বিধান সরণির বাড়িটিতে। এটি আর্য সমাজ মন্দিরের বাড়ি হিসাবে উত্তর কলকাতার মানুষের কাছে অতি-পরিচিত।

১৯৩৬ দেবেশ রায়

(১৯৩৬-২০২০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের সেই বিস্ময় যিনি নিজস্ব ঘরানা-বাহিরানায় সমাজবিশ্ব আর ব্যক্তিমানুষকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে গভীর সংবেদনে তরঙ্গায়িত করেন। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য সেই দূরপাল্লার নৌবহর। দূরবিনের দুই দিক দিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে দেখে গিয়েছেন দেশকাল, প্রান্ত প্রান্তিক, ভণ্ড ধ্বস্ত অথচ প্রতিরোধী বাস্তবতা। বিকল্পসন্ধানী লেখকসত্তার জোরেই তাঁর গদ্যরীতিও সচেতনভাবে পল্লবিত হয়েছে। 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯০৩ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কৃত বিমান উড়ল আকাশে।

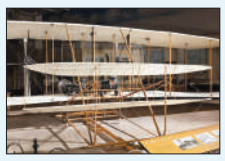

একবার নয়, চার-চারবার। ফাঁকা নয়, বৈমানিক সমেত। উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিল ডেভিল হিলসের কাছে একটি জায়গা বেছে নেওয়া হয় এদিনের উড়ান পরীক্ষার জন্য। সেদিনের সেই বিমানটি দেখতে গেলে এখন যেতে হবে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে।

১৩৯৮ তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ।

তৈমুরলঙ্গের ভয়ে সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদ দিল্লি ছেড়ে পালিয়ে যান। তৈমুরের আক্রমণ দিল্লি সুলতানি শাসনের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকট করে। ফলে দিল্লির সুলতানের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হল। প্রচুর ধনসম্পদ লুঠ করে তৈমুর দিল্লির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেন। কিন্তু তৈমুর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনও চেষ্টা করেননি। সেজন্য ধ্বংস এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া তাঁর আক্রমণের কোনও গঠনমূলক ফল পরিলক্ষিত হয়নি ।

কর্মসূচি

■ প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি মাদ্রাসা শিশুশিক্ষাসমূহের সুগন্ধা আঞ্চলিক পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮৭

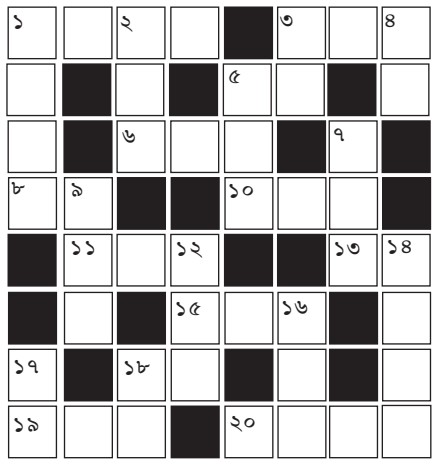

পাশাপাশি : ১. গুপ্ত মতলব ৩. জমাট, সরগরম ৫. স্থির বিশ্বাস ৬. প্রণামি ৮. মন্থর, মৃদু ১০. বুদ্ধি ১১. ওড়িশার নৃত্য ১৩. নাপিত ১৫. শাখা নেই এমন ১৮. এবং, ও ১৯. বিষ ২০. চিরকাল দরিদ্র।

উপর-নিচ : ১. দোষী ২. ঐশ্বর্য, ধন ৩. আয় ৪. নির্লজ্জ, বেহায়া ৫. নমস্কার ৭. উপাসনা, আরাধনা ৯. যাত্রা ১২. ছাউনি, তাঁবু ১৪. সমুদ্র ১৬. কবল, ফাঁদ ১৭. গলগণ্ড ১৮. জমির বাঁধ, আইল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৬ : **পাশাপাশি :** ২. খেতাব ৪. উজানি ৬. জেল্লা ৭. কাছেরলোক ৮. সদর ১০. পড়িছা ১২. মনোবিকার ১৩. ওড়া ১৪. তনয়া ১৬. রম্যতা। **উপর-নিচ :** ১. খাজা ২. খেজুরছড়ি ৩. বর্ণিক ৪. উল্লাস ৫. নিকার ৯. দগ্ধবিধাতা ১০. পরত ১১. ছাওয়া ১২. মন্দির ১৫. নম্য।

১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৯৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৯৩২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯২.০২	৮৯.৭২
ইউরো	১০৮.০৬	১০৫.৫৩
পাউন্ড	১২২.৯৭	১২০.৪০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৃতী শ্যানন

■ চাঙ্কি পান্ডের পোস্টে কন্যা অনন্যা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া পুরসভা এলাকায় পাইপ লাইনে একগুচ্ছ কাজের জন্য বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে শুক্রবার ভোর ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত সবক'টি ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে

আমারশহর

17 December 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বাম আমলের সেইসব কালোদিনের কথা এত সহজে ভোলা যায়!

১৬ অগাস্ট, ১৯৮০

■ ইডেনে তখন ফুটবল ম্যাচ হয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। প্রবল বিশৃঙ্খলা। মারামারি। তছনছ। পুলিশ দর্শক। প্রাণ গিয়েছিল ১৬ জনের। শুধু বাংলা কেন, দেশের ইতিহাসে এইরকম মর্মান্তিক ঘটনা ক্রীড়া জগতে ঘটেনি। মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজেই। কোনও তদন্ত হয়েছিল? কারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল জানা আছে?

১৩ মার্চ ১৯৯৬

■ ভারত-শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনাল। শ্রীলঙ্কা ব্যাট করার পর আজাহারউদ্দিনের ভারত ব্যাট করতে নামার পর বিপর্যয়। ১১০ রানে ৫ উইকেট পড়তেই দর্শকাসন থেকে হইচই, চেঁচামেচি, মারামারি, বোতল ছোঁড়া, গ্যালারিতে আগুন। গোটা ইডেন জুড়ে ধুন্ধুমার। খেলা বন্ধ। শেষে শ্রীলঙ্কাকে জয়ী ঘোষণা। বিশ্ব ক্রিকেটে এমন ঘটনা বিরল এবং ঘটেছিল বামেদের বাংলাতে। তদন্ত কমিটি বা কোনও শাস্তির কথা শোনা গিয়েছিল কি?

২৭ জুন, ২০০১

■ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। সুভাষ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের ডেরা হয়ে উঠেছিল স্টেডিয়াম। গভীর রাতে পুলিশের অভিযান। বাতানুকূল ঘর থেকে দুই পান্ডা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ল ১৬ দুর্বৃত্ত। সঙ্গে উদ্ধার অসংখ্য রিভলভার, কার্তুজ। পরিষ্কার স্বীকারোক্তি, ক্রীড়ামন্ত্রীর নির্দেশেই তারা সেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল।

গভীর রাতের অভিযানে ধৃত ১৬ ● বাতানুকূল ঘরের অতিথি দুই পাণ্ডা উধাও

যুবভারতীতে মন্ত্রী-আশ্রিত দুর্বৃত্ত ডেরা

২৯ অক্টোবর, ২০০৪

■ এখানেও ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। বাংলার পরিচিত ফুটবলার ষষ্ঠী দুলের হরিপালের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হল হাতকাটা দিলীপ। স্পষ্ট জানাল, দাদা অর্থাৎ সুভাষদার নির্দেশেই ষষ্ঠীর বাড়িতে ডেরা বাঁধে। ঘটনার পর ষষ্ঠী ও দীপঙ্কর রায় গ্রেফতার হয়। কিন্তু সুভাষের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হয়েছিল?

প্রাতদিন
ফুটবলারের বাড়ি থেকে ধৃত 'হাতকাটা' দিলীপ
গভীর রাতে চকিত
হানা, মিলল মদের
বোতল, আগ্নেয়াস্ত্র
বেশি কিছু বলব না,
মৃত্যুভয় আমারও
আছে : ষষ্ঠী দুলে
বলেছিলাম ওকে ধরব, ধরেছি : বুদ্ধদেব

উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী, আলোর মালা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পার্ক স্ট্রিটে

১৫ বছরে পা দিল কলকাতার বড় দিন

প্রতিবেদন : শীতের মরশুমের সঙ্গে পরিপূরক উৎসব। তাই এবার সময়ের খানিকটা আগেই শুরু হচ্ছে ক্রিসমাস উৎসব। চলতি বছর এই উৎসব ১৫ বছরে পা দিচ্ছে। তাই আড়ম্বর হবে একটু বেশি। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনার কথা জানালেন তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। মন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠানটি মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। আমরা 'ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার' এই ভাবনায় বিশ্বাস করি। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই উৎসবের সূচনা হয়। চলতি বছরে এই উৎসবে ১৫ বছরে পা দিতে চলেছে।

১৮ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটের সময় কলকাতা পুরসভা, কলকাতা পুলিশ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং অ্যাপিজে সুরেন্দ্র গ্রুপের সহযোগিতায় আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের সূচনা হবে। এই উৎসব চলবে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। মন্ত্রী জানান, ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ এবং সংলগ্ন এলাকা বিশেষ আলোকসজ্জা ও ব্র্যান্ডিংয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কার্নাক স্ট্রিট এলাকায় বসবে বিশেষ বাস্কিং প্রোগ্রাম। উদ্বোধনের পর থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অ্যালেন পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

■ বড়দিনের উৎসব ২০২৫-এর সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। মঙ্গলবার।

প্রতিবারের মতো এবারও ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর অ্যালেন পার্ক বন্ধ থাকবে। ২৬ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে কলকাতা পুলিশ। এরপর ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পর্যটন দফতরের উদ্যোগে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

নেতাজি ইনডোরে মুখ্যমন্ত্রী থাকছেন ব্যবসায়ী সম্মেলনে

প্রতিবেদন : আজ, বুধবার নেতাজি ইনডোরে ব্যবসায়ী সম্মেলনে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা হবে। সম্মেলনের আয়োজক কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস্। আশা করা হচ্ছে রাজ্যের ২৩টি জেলা থেকে কম করে ১২ হাজার ব্যবসায়ী সম্মেলনে যোগ দেবেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ-ধরনের সম্মেলন রাজ্যে নিশ্চিতভাবে অভিনব। বাংলায় প্রায় ৬০-৬৫ লক্ষ ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁদের মাধ্যমে এক কোটির বেশি মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। ব্যবসার আরও অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির জন্য কী ধরনের নীতিগত ও প্রশাসনিক সহায়তা রাজ্য করতে পারে, সে-নিয়ে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে পরামর্শ চাওয়া হতে পারে। রাজ্য সরকার-ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ বজায় রাখাই মূল উদ্দ্যেশ্য। আয়োজকরা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলকাতা পুলিশ ও ফেডারেশন অফ অটোমোবাইল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রায় ১,১০০ হেলমেট বিতরণ করবে।

প্রকাশিত শূন্যপদের চূড়ান্ত তালিকা

নবম-দশম

প্রতিবেদন : নবম-দশমের শূন্য পদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। মোট শূন্যপদ আগে যা ছিল তার থেকে তিনটি পদ কমে গেছে। মোট শূন্য পদ ছিল ২৩,২১২টি এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ২৩,২০৯টিতে। বাংলায়- ৩০২৪, ইংরেজিতে ৩৩৩৬, ইতিহাসে ২১৪৮টি, ভূগোল ১৮৩৯টি, অঙ্কে ৩৯২২টি, জীবন বিজ্ঞানে ৩৯১০টি, ভৌত বিজ্ঞানে ৪৩৫২টি, হিন্দি ৪৭১টি, তেলেগুতে ৬টি, উর্দুতে ১৮৪টি, নেপালিতে ১৭টি শূন্যপদ রয়েছে।

সম্পাদকীয়

17 December, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্ষমতা থাকলে

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনা নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া বামেরা। এদের আসলে ৮০ বছরেও বুদ্ধি হয় না। যৌন নিগ্রহে ফেঁসে যাওয়া এক নেতাকে বলতে শোনা গেল, আমরা তো খারাপ। খুব খারাপ। আসল সময়ে চেপে ধরাতে সত্যি কথাটা বেরিয়ে এসেছে। ফেসবুক-বিপ্লব চলছে। বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা— বাম আমল কতই না ভাল ছিল! যাঁরা বলছেন তাঁরা নেহাতই কম বয়সি। ইতিহাস জানেন না। ঘটনা জানেন না। টিভির পর্দায় চলে আসেন মাতব্বরি করতে। ক্ষমতা থাকলে তিনটি ঘটনার জবাব দেবেন। ১৯৮০-র ১৬ অগাস্ট। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সেই ফুটবল ম্যাচ ইডেনে। মাঠের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্যালারিতে। ভাঙচুর, তছনছ। সদস্য-সমর্থকদের পারস্পরিক মারামারি। মৃত্যু হয়েছিল ১৬ জনের। দেশের ইতিহাসে কলঙ্ক। কোন তদন্ত হয়েছিল, কারা শাস্তি পেয়েছিল কমরেড জানাবেন। ১৯৯৬-এর ১৩ মার্চ। ভারত-শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ইডেনে। ১১০ রানে ৫ উইকেট পড়ে যেতেই গ্যালারি উত্তপ্ত হল। ভাঙচুর, আগুন, তছনছ স্টেডিয়াম। কমরেড কার শাস্তি হয়েছিল? ২০০১-এর ২৭ জুন। ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর পোষা গুন্ডারা ধরা পড়ল যুবভারতী স্টেডিয়াম থেকে। সঙ্গে প্রচুর অস্ত্র, কার্তুজ। যাদের ধরলেন তাদের শাস্তি হল? যাদের প্রশ্রয়ে যুবভারতী হয়েছিল দুর্বৃত্তদের ডেরা, তারা শাস্তি পেয়েছিল? ক্ষমতা থাকলে টিভির পর্দায় দাঁড়িয়ে জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

একের পর এক আতঙ্ক ছড়ানোর হুজুগ

হুজুগের বিরাম নেই! মোদি জমানায় হুজুগের পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। এই মুহূর্তে চলছে এসআইআর। দেশবাসী জল্পনা করছিলেন, তাহলে এরপর কী? যেন ‘প্রশ্নপত্র’ প্রকাশের আগেই উঁকি দিচ্ছে ‘উত্তর’। সরকারের মতিগতি বলে দিচ্ছে, দেশজুড়ে এনআরসি কার্যকরের পথ প্রশস্ত হচ্ছে এবার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আসন্ন সেন্সাসের জন্য যে অর্থবরাদ্দ হয়েছে, সেখানে পৃথকভাবে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের (এনপিআর) কোনও উল্লেখ করেনি সরকার। এর অর্থ একটাই— দেশজুড়ে এনআরসি হতে চলেছে সেন্সাসের পরই। আর সেই কারণে শুরু হয়েছে প্রবল জল্পনা। বাজেট বরাদ্দেও এনপিআর খাতে কিছু নেই। সেন্সাসের পর, সামগ্রিক জনসংখ্যা এবং নাগরিকত্বের একটি ডেটাবেস তৈরি করা হয়। এনপিআর হল সেটাই। ২০১০ সাল থেকেই তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ২০২৭ সালের সেন্সাস থেকে এনপিআর প্রক্রিয়াকে বাতিল করা হয়েছে চুপিচুপি। ২০১৯ সালে এনপিআর ঘোষণার পর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ‘কাগজ দেখাব না’ আন্দোলনের শুরু সেই ইস্যুতেই। এবার এনপিআর প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকেই স্পষ্ট, সেন্সাস বা জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে এনআরসি করবে মোদি সরকার। আর সেটা হবে অসমেরই ধাঁচে। কারণ, এনপিআর বাদ দিলে, জনসংখ্যা এবং নাগরিকত্ব ডেটাবেসের একমাত্র মাধ্যমটি হল এনআরসি। সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অর্থবরাদ্দ এবং বাজেট তৈরির জন্য এই ডেটাবেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য, উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপে সরকার তা ব্যবহার করে থাকে। চলতি এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা ইসিআই প্রকাশ করবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। তার অব্যবহিত পরে, এপ্রিল থেকেই শুরু হবে আদশুমারির প্রথম ধাপ। অর্থাৎ হাউস লিস্টিং বা গৃহগণনা। জনগণনা শেষ হবে ২০২৭ সালের মার্চ মাসে। সরকারি সূত্রের খবর, তারপরই মোদি সরকার এনআরসি রূপায়ণে হাত দেবে। পরিকল্পনা সাজা হয়ে আছে এইমতোই। সেন্সাস ২০২৭-এর মার্চে সম্পূর্ণ হলেও তার রিপোর্ট বেরোতে ২০২৮ সাল গড়াতে পারে। আর তারই ভিত্তিতে নেওয়া হবে ডিলিমিটেশন প্ল্যান। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সবটাই আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশে একমাত্র অসমেই এনআরসি হয়েছে। তার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়েছিল তা সবার জানা। — **তানিয়া চট্টোপাধ্যায়, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

হায় আইএসআই, কলকাতা!
তোমার নাকি দিন গিয়েছে

১৯৩১-এর আজকের দিনে পরিসংখ্যান গবেষণাতে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল। এখন চলছে তাকে ছেঁটে ফেলার বন্দোবস্ত। সৌজন্যে মোদি সরকার। সেই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব ও গুরুত্ব মনে করিয়ে দিলেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন। আইনে আইএসআই পরিচালন ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলনলচে বদলে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আরও নিয়ন্ত্রণ দেশের অন্যতম সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপানোই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ, এখন আইএসআই পরিচালনা করে ৩৪ সদস্যের এক কাউন্সিল। সংস্থার একজন প্রেসিডেন্টও আছেন। কাউন্সিলের কিছু সদস্য এবং প্রেসিডেন্ট ভোটের মাধ্যমে আসেন। অধ্যাপক এবং কর্মীদের পাশাপাশি আইএসআই সদস্যরাও ভোট দেন। কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত হয়েও কাউন্সিলে কয়েকজন আসেন। নতুন আইনে সংস্থা পরিচালনার জন্য যে বোর্ড অব গভর্ন্যান্স গঠন করার কথা বলা হয়েছে, তাতে চেয়ারপার্সন-সহ সকলেই হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত।

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায়-সহ বিভিন্ন খাতে সংস্থার আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক স্বয়ম্ভরতাই প্রস্তাবিত আইনটির লক্ষ্য। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানে চলা আইএসআইতে গণিত, রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের যেসব কোর্স বহুদিন ধরে চলছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের কোনও টিউশন ফি দিতে হয় না। বরং তাঁরা মাসিক স্টাইপেন্ড পান। নতুন আইনে আইআইটি-আইআইএমগুলির মতো এখানেও পড়ুয়াদের মোটা টাকা টিউশন ফি দিতে হবে। এতে গরিব পরিবারের অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী শিক্ষার সুযোগ হারাবেন।

কলকাতায় আইএসআইয়ের সদর দফতর ছাড়া দেশের কয়েকটি জায়গায় যেসব সেন্টার আছে, সেগুলিকে অনেকটাই স্বশাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আইআইটি-আইআইএমের ধাঁচে সেন্টারগুলি চালানো যাবে। এখন কলকাতা সদর দফতর থেকে আইএসআইয়ের দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও তেজপুরের সেন্টারগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। সদর দফতর আগামীদিনে কলকাতায় থাকবে কি না সেই ব্যাপারে প্রস্তাবিত আইনটিতে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। তবে যেভাবে সেন্টারগুলিকে স্বশাসন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাতে কলকাতার সদর দফতর থাকলেও তার গুরুত্ব অনেক কমে যাবে।

উৎসবের মরশুমে সবাই যখন ব্যস্ত থাকবেন ঠিক তখনই নতুন আইনের ব্যাপারে মতামত চাওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। কলকাতার মর্যাদা খর্ব করার জন্য, নেহরু যুগের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী অবস্থান থেকেই এহেন পদক্ষেপ।

এই দুঃখদীর্ণ বলয়ে একবার ফিরে দেখা যাক সেইসব বৃত্তান্ত, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) গোড়ার কথা, গড়ার কথা।

কেমব্রিজের ট্রাইপস ছাত্র প্রশান্তচন্দ্রের দেশে ফেরার জাহাজ যুদ্ধের জন্য ছাড়তে দেরি হলে সেই অবকাশে কিংস কলেজের গ্রন্থাগারে কীভাবে পরিসংখ্যানবিদ্যার বই আসে তাঁর হাতে, কীভাবে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রবাহকে এ-দেশে নিয়ে এলেন তরুণ মহলানবিশ, তা নিয়ে চর্চা হয়েছে বিস্তর। তবু, প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার তরুণ অধ্যাপক কী ভাবে এ দেশে তৈরি করলেন পরিসংখ্যানবিদ্যার এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তা

এক বিস্ময় বইকি। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)-এর মতো এক শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, বা ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও) বা সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (সিএসও)-এর মতো পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রশাসনিক এবং ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠান তৈরি, একটা প্রজন্মের পরিসংখ্যানবিদ, গণিতবিদ-সহ শিক্ষক-গবেষকদের সযত্নে লালন করাই কেবলমাত্র মহলানবিশের উত্তরাধিকার নয়— রাষ্ট্র আর সমাজকল্যাণে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রয়োগই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। ১৯৫০’এর পুণে সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ‘হোয়াই স্ট্যাটিস্টিক্স’ শীর্ষক তাঁর ভাষণেও সেই এক সুরের অনুরণন। কিন্তু, সেজন্য তো উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন; চাই ঠিকভাবে পরিকল্পিত ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত সমীক্ষা— স্যাম্পল সার্ভে।

জীবনব্যাপী অসংখ্য সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন মহলানবিশ— কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, পাট উৎপাদন, বাংলার দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি, এমন বহুবিধ বিষয়ে। এনএসএসও-র সমীক্ষাগুলি যে সদ্য-স্বাধীন দেশের রূপরেখা বুঝতে, প্রয়োজন অনুধাবনে, এবং সার্বিক বিকাশে চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনীশক্তি ছিল মহলানবিশের এই সমীক্ষাগুলির জিয়নকাঠি। সমীক্ষা এবং তথ্যকে ত্রুটিহীন করতে মহলানবিশের সাধনা রূপকথাসম। সমীক্ষার তথ্যের ভুল পরিমাপের জন্য তিনি তৈরি করেন রাশিবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব। এনএসএসও-র তথ্য সংগ্রহে ক্রস এগজ়ামিনেশন বা প্রতি-পরীক্ষার জন্য স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক কর্মী রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। পক্ষপাতহীন তথ্য সংগ্রহের এই সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে মহলানবিশ জমানার এক বড় উত্তরাধিকার। আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে তথ্যের প্রতি এই নিষ্ঠার কথা বিশ্বাস করাই মুশকিল।

দেশগঠনে পরিসংখ্যানবিদ্যা, সমীক্ষা, তথ্যসংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ-ভিত্তিক ফলাফলের প্রয়োগ নজর কেড়েছিল বিশ্বেরও। আইএসআই-এ এসে ভারতের প্রজ্ঞা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চেয়েছেন ঝৌ এনলাই, হো চি মিন। এবং ভারতে রাশিবিজ্ঞানের সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির যে বলিষ্ঠ বনিয়াদ তৈরি করে গিয়েছেন মহলানবিশ, তাতে ভর করেই দেশ পাড়ি দিয়েছে পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী।

আজ প্রথাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এসে গিয়েছে প্রযুক্তির অনিবার্য প্রয়োগ। যেমন, ভারতের জনশুমারি হতে চলেছে ‘ডিজিটাল’। তথ্য ও তার বিশ্লেষণের চরিত্রের এই পরিবর্তন কালে মহলানবিশের ভঙ্গিতে মানবকল্যাণে তার প্রয়োগ সহজ নয় নিশ্চয়ই। এবং তথ্য সংগ্রহে মহলানবিশের নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠা যে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেছিল, তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দশক পরে তা ধরে রাখাও কঠিন নিশ্চয়ই।

‘যোজনা কমিশন’-এর ‘নীতি আয়োগ’ হওয়া, বা এনএসএসও এবং সিএসও জুড়ে গিয়ে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস হয়ে যাওয়াটাই মোটেই যথেষ্ট নয় তার জন্য।

পরিসংখ্যানবিদ্যাকে ভাষা জুগিয়েছেন মহলানবিশ, অন্তত ভারতের প্রেক্ষিতে। দেশ ও সমাজের এক প্রকৃত ক্রান্তিকালে পরিসংখ্যানবিদ্যাকে তিনি দেখেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপানের এক প্রধান প্রযুক্তি হিসেবে। সঙ্গে অবশ্যই ছিল সদ্য-স্বাধীন দেশের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রত্যয়, এবং অনুকূল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। এক অসাধারণ বিজ্ঞানীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেই ব্যতিক্রমী সময়কালের মেলবন্ধনই তৈরি করেছিল মহলানবিশের স্থায়ী উত্তরাধিকার, আইএসআই।

কিন্তু মূর্খের জমানায় তাতেও কোপ পড়ল। প্রকৃত শিক্ষিত মননহীন ভারতে এমনটাই অনিবার্য বোধহয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামনে বড়দিন, সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে একমাস ধরে প্রচারে মহিলা কর্মীরা

‘উন্নয়নের পাঁচালি’ নিয়ে ঘরে ঘরে যাবে তৃণমূল

প্রতিবেদন : ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ রাজ্য জুড়ে তৃণমূলস্তরে মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসকে। রাজ্যের মানুষের কাছে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ তুলে ধরা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যেই মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আলোচনা সভায় যোগ দেন মহিলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বিভিন্ন জেলার ব্লক-পঞ্চায়েত-পুরসভা স্তরের ৩,৫০০-এরও বেশি মহিলা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাবিনা ইয়াসমিন, বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মান্ডি, সাংসদ মালা রায়, মিতালি বাগ, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অসীমা পাত্র, ফিরদৌসি বেগম, স্মিতা বক্সি, রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আগামী একমাস জুড়ে গোটা রাজ্যে পাড়ায়-পাড়ায় মাদুর পেতে ‘পাঁচালি’ পাঠের মাধ্যমে উন্নয়নের খতিয়ান ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেবে তৃণমূলের মহিলা শাখা।

এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী তথা বিধায়ক অদিতি মুন্সী বিশেষ ‘পাঁচালি’ পরিবেশন করেন, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের অসাধারণ যাত্রাকে তুলে ধরে। রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় মহিলাদের সবকিছুতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশ্বমঞ্চে তিনি প্রমাণ করেছেন, মহিলারা ছাড়া জগৎ চলতে পারে না। দলনেত্রী তাঁর কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন, সবসময় যেকোনও পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস কখনও বলে না এটা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। আমরা বলি, বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। তাঁর সংযোজন, জেলা সভাপতিদের নেতৃত্বে ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তৃণমূলস্তরে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে প্রতিটি বুথে ন্যূনতম তিনটি করে সভা-বৈঠক আয়োজন করতে হবে। ২২ জানুয়ারি জেলায়-জেলায় রাজ্যস্তরের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে, এরপর ২৫ জানুয়ারি জেলা সম্মেলন হবে। ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ বাংলার মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ‘উন্নয়নের পাঁচালি ব্রতকথা’ নামক একটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেখানে বাংলার নারীরাই হয়ে উঠবেন উন্নয়নের সবচেয়ে বড় দূত ও বার্তাবাহক।

মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, কন্যাশ্রী-র মতো প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। বাংলার সরকারের এই ‘উন্নয়নের পাঁচালি’কে মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চলের মহিলা প্রধানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। মহিলারাই রাজ্যের প্রতিটি কোনায় তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের আখ্যান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে থাকবেন। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি এবং নারী-নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিকেই আরও জোরদার করবে। এদিন ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত প্রত্যেক মহিলার হাতে ‘পাঁচালি’র একটি করে কপি তুলে দেওয়া হয় এবং তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়ন-যাত্রার বর্ণনা করে যখন তাঁরা সকলে একছন্দে পাঠ শুরু করেন, তখন গোটা প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে ওঠে।

■ উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা। মঞ্চে রয়েছেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব। মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে।

খসড়া তালিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ বিএলওদের

■ খসড়া তালিকায় অসঙ্গতির প্রতিবাদে কমিশনের দফতরে বিএলওদের বিক্ষোভ।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। আর সেই তালিকা প্রকাশের পর একের পর এক গরমিলের অভিযোগ সামনে এসেছে। কোথাও বৈধ ভোটারের নাম রয়েছে মৃতের তালিকায়, আবার কোথাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসছে। আর সেই অভিযোগের পাহাড় নিয়ে এদিন নতুন করে বিএলওদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়াল কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও একাধিক নাম বাদের অভিযোগে মঙ্গলবার সিইও দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় বিবাদী বাগ চত্বরে। বিএলওদের দাবি, অন্য সব রাজ্যেই খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন পিছোনো হয়েছে। কিন্তু বাংলায় তা করা হয়নি। এমনকী বৈধ হওয়া ভোটার হওয়া সত্ত্বেও নাম বাদ পড়েছে বহু ভোটারের। তার কারণ জানতে চেয়ে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চান বিএলওরা। যদিও কমিশনের তরফে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপরই বিক্ষোভকারী বিএলও-রা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

ব্যাকফুটে শীত, ভিলেন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

প্রতিবেদন : ব্যাকফুটে যাচ্ছে শীত। ১৭ ডিসেম্বর নতুন করে আরেকটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এর প্রভাব বাংলায় সরাসরি পড়বে না। খানিকটা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে পারদ। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা উপরের দিকেই থাকবে। কলকাতায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির মধ্যে থাকতে পারে। ডিসেম্বরেও কাঁপুনি দিয়ে শীতের আমেজ থাকবে না বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সকালে কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হবে। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি আসতে পারে। দার্জিলিং ও সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রিতে নামতে পারে। শহর কলকাতাতেও রাতের তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না।

কোথায় এক কোটি অবৈধ বাংলাদেশি এক কোটি রোহিঙ্গা, জবাব দিন গদ্দার

প্রতিবেদন : কোথায় গেল এক কোটি অবৈধ বাংলাদেশি! কোথায় গেল এক কোটি রোহিঙ্গা! কোথায় বিজেপি নেতারা, জবাব দেবেন না? গদ্দারবাবু, সংখ্যাটা আমরা মনে রেখেছি। এবার আপনাকে উত্তর দিতে হবে, কোথায় ওই এক কোটি রোহিঙ্গা, কোথায় এক কোটি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি! কৈফিয়ত দিন। মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপিকে, ক্ষমা চাইতে হবে গদ্দার নেতাদের। এরা বাংলার মানুষের সঙ্গে গদ্দারি করেছেন।

মঙ্গলবার এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর সংখ্যাতত্ত্বেই বিজেপিকে নিশানা করল তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটা কথা বলা হল, অবৈধ বাংলাদেশি এক কোটি বাদ যাবে, এক কোটি রোহিঙ্গাকে আমরা দেশ থেকে তাড়াব। তারা কোথায়? এতদিন বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্ররোচনামূলক মিথ্যাচার করেছে। এবার বিজেপি নেতারা হিসাব দিন, নইলে ক্ষমা চান। দলের কাউন্সিলরের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। আমাদের দলের কর্মীরা পুরোদস্তর রাস্তায় থাকছেন। যদি কোনও ন্যায্য নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাদের নাম পুনরায় তোলার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ময়দানে থাকবে।

তৃণমূলের সাফ কথা, বিজেপির চাপে নির্বাচন কমিশন এখন অতি তৎপরতা দেখাচ্ছে। মৃত মানুষের নাম তো বাদ যাবেই। একটা কেন্দ্রে সার্ভে করলেই বোঝা যাবে, যে সমস্ত নাম বাদ পড়েছে তারা এতদিন যে শতাংশ ভোট পড়ত না, সেই তালিকারই। তাঁরা মৃত ভোটার বলেই এতদিন ভোট পড়ত না তাঁদের। আর এটাই স্বাভাবিক। এর বাইরে ন্যায্য ভোটারদের বাদ দেওয়ার জন্য বিজেপি যে চক্রান্ত করেছে তা আমরা বুঝে নেব ময়দানে থেকেই।

গদ্দারদের কথায় প্রমাণ হয়, তাদের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। কমিশনকে তারা কার্যত দলের শাখা সংগঠন হিসেবে মনে করছে। গদ্দাররা তো কথায় কথায় দিল্লি দেখান, ইডি দেখান, সিবিআই দেখান। এখন নির্বাচন কমিশন দেখাচ্ছেন। শুধু বাংলার মানুষের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই, উন্নয়নের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে বাংলার মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করবে।

■ দমদম বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১ থেকে ১৭ নং ওয়ার্ডে ভোট দুর্গ রক্ষা করেছেন যেসব ভোট সৈনিক, সেই ১৭৮ জন বিএলএ ২-দের সংবর্ধনা ও ‘উন্নয়নের রথ’-এর সূচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের খতিয়ান নিয়ে আজ বুধবার থেকে দমদম বিধানসভায় ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ নিয়ে ঘুরবে এই রথ।

রেল লাইন পার হওয়ার সময় ইন্সপেকশন কারের ধাক্কায় পাঁচটি মোষের মৃত্যু। ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ। ঘটনা হুগলির কাটোয়া রেলগেটের

প্রতিশ্রুতিই সার, মতুয়াদের নাম বাদের বহরে কাঠগড়ায় বিজেপি

প্রতিবেদন : এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই খসে পড়ল বিজেপির মুখোশ। বড় মুখ করে মতুয়াদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কারও নাম বাদ যাবে না। কিন্তু আদতে দেখা গেল, বনগাঁয় বিপুল সংখ্যক মতুয়ার নাম বাদ পড়েছে খসড়া তালিকায়। ফলে বিজেপির স্বরূপ আবার প্রকট হয়ে গেল মতুয়াদের কাছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বনগাঁ মহকুমার চারটি বিধানসভা—বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা এবং বাগদা মিলিয়ে মোট ৮৬ হাজার ১৭৫ জনের নাম খসড়া তালিকায় নেই। বাদ পড়া তালিকায় মৃত, স্থানান্তরিত ও অন্যান্য শ্রেণির ভোটারের পাশাপাশি বহু মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষের নাম রয়েছে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে বনগাঁ উত্তর বিধানসভায়—২৬ হাজারেরও বেশি। বাগদা কেন্দ্রে ২৪ হাজার ৯২৭ জন, গাইঘাটা থেকে ১৬ হাজার ৬৪২ জন এবং বনগাঁ দক্ষিণে ১৮ হাজার ৫৬৩ জন ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় নেই। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপি কৌশলে মতুয়াদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। চক্রান্ত করে তাদের এদেশেও ছিন্নমূল করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোটা তৃণমূল পরিবার আপনাদের পাশে রয়েছে। বিজেপির এই চক্রান্ত আমরা রুখে দেব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এই অপকর্মের জবাব দেবে মতুয়ারাই। রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, বিষয়টি নিয়ে দল দিল্লিতে প্রতিবাদ আন্দোলনে যাব আমরা।

মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা জখম বাইক আরোহী

প্রতিবেদন : অনিয়ন্ত্রিত গতির জেরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। মঙ্গলবার সকালে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুতগতির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে অন্য লেনে চলে আসে। তারপর সে-দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে ধাক্কা এবং তারপর একটি বাইককে ধাক্কা মারায় বাইক-আরোহী ছিটকে পড়েন। বাইক চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক চালক। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চালকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রকাশ খসড়া তালিকা নোটিশ পাঠাবে কমিশন

প্রতিবেদন : রাজ্যের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত মোট নাম বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮। কমিশন জানিয়েছে, আগামী ৭ দিন পর থেকে হিয়ারিংয়ের জন্য নোটিশ পাবেন নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা। সেই অনুযায়ী নথিপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া কেন্দ্রে হাজির হতে হবে তাঁদের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ডানকুনির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূর্য দে'র মতো যাঁরা বহাল তবিয়তে রয়েছেন, তাঁদের অনেককেই মৃত বলে চালিয়ে দিয়েছে কমিশনের খসড়া তালিকা। এঁরা কীভাবে বেঁচে উঠবেন নয়া তালিকায়? উত্তর নেই। কমিশন জানিয়েছে, সকলেই যে নোটিশ পাবেন তা নয়। সন্দেহজনক ভোটারদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। তার মানে এই সন্দেহটা পুরোপুরি নির্ভর করছে কমিশনের লোকজনদের বিচার-বিবেচনার ওপর। মানে এরাই 'মাই বাপ'। এই যখন অবস্থা তখন বোঝাই যাচ্ছে, এ-রাজ্যের বড় সংখ্যক ভোটারদের মানে কমিশনের কাছে যাঁরা সন্দেহজনক ভোটার তাঁদের ভাগ্য নির্ভর করছে কমিশনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর। এরপর তাঁরা কী করবেন? উত্তর এখনও অজানা। কমিশন বলছে, প্রকাশিত খসড়া তালিকায় প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার ১৭৩ জন ভোটারের ক্ষেত্রে কোনও না কোনও তথ্যগত অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।

■ সূর্য দে।

উন্নয়নের পাঁচালি জয়নগরে প্রচার

প্রতিবেদন : মা-মাটি-সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের বার্তা নাগরিক দুয়ারে পৌঁছে দিতে প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার পতাকা নাড়িয়ে জয়নগরে এই কর্মসূচির সূচনা করলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ৩৪ বছরের বাম সরকারকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় সরকার গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার ১৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। উন্নয়নের কান্ডারি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন মানবিক প্রকল্প ও উন্নয়নের কথা গ্রামগঞ্জে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রচার অভিযান শুরু করল। উন্নয়নের পাঁচালির প্রচার মাইক লাগানো ১৪টি টোটো জয়নগর বিধানসভার বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও টাউন এলাকায় চষে বেড়াবে। মঙ্গলবার দক্ষিণ বারাসত বাজার মোড় থেকে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ে প্রচার মাইক লাগানো টোটোগুলি।

প্রেমিকাকে কুপিয়ে আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : বাড়িতে গিয়ে প্রেমিকাকে কুপিয়ে চারতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি পোস্তা থানা এলাকার শিবঠাকুর লেনে। রাজেন্দ্র শর্মা নামে বছর ৪০-এর এক ব্যক্তি ছুরি দিয়ে কোপায় তার প্রেমিকা শিখা সিংকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় রাজেন্দ্রর। গুরুতর জখম অবস্থায় তরুণী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। ঠিক কী ঘটেছিল? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পোস্তা থানা এলাকা শিবঠাকুর লেনের বাসিন্দা শিখা সিংহ। স্বামী দীপু সিংয়ের মৃত্যু হয়েছে বছর দুয়েক আগে। বর্তমানে ২ সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী বেঁচে থাকতেই জগমোহন মল্লিক লেনের বাসিন্দা তথা অভিযুক্ত রাজেন্দ্র শর্মার সঙ্গে পরিচয় হয় শিখার। দীপুর মৃত্যুর পর শিখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে রাজেন্দ্রর। প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সূত্রের খবর, একটা সময়ের পর বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন শিখা। এদিকে উপার্জন না থাকায় বিয়েতে রাজি ছিলেন না রাজেন্দ্র। এই নিয়ে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে একাই ছিলেন শিখা। সেই সময় হাজির হয় রাজেন্দ্র। তখনই ঘটে এই ঘটনা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিয়ে নিয়ে বচসার মাঝেই প্রেমিকাকে এলোপাথাড়ি কোপায় রাজেন্দ্র। এরপর ঝাঁপ দেয়। যদিও নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওড়িশায় বাঙালি উচ্ছেদ, প্রতিবাদ

প্রতিবেদন : ওড়িশার মালকানগিরি জেলার এমভি-২৬ গ্রামে বাঙালি উচ্ছেদের প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা। মঙ্গলবার ধর্মতলা থেকে ওড়িশা সরকারের দফতর উৎকল ভবন পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে জাতীয় বাংলা সম্মেলন। মিছিলে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশ নেন। ঘরছাড়া বাঙালি পরিবারগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুড়ে যাওয়া বাড়িঘরের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়।

টিকিটের মূল্য ফেরতই অগ্রাধিকার

প্রতিবেদন : যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানের টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়াই অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে রাজ্য। ঘটনা তিনি এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন ডিজিপি রাজীব কুমার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দিয়া তদন্ত কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ও কলকাতায় মেসি শো-এর টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। আর এ ব্যাপারে টিকিট কেটেও যাঁরা মাঠে ঢুকতে পারেননি, তাঁদের টাকা ফেরানোই এখন নবান্নের অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে। কীভাবে সেই টাকা ফেরানো যায়, তা নিয়ে প্রক্রিয়াগত খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি হয়েছিল একটি খাবার ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে।

■ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত বর্ধমান ইউনিভার্সিটি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত মঙ্গলবার এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, উপাচার্য ড. শঙ্করকুমার নাথ, বিধায়ক খোকন দাস, সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অধ্যাপক, কর্মচারি ও ছাত্র-ছাত্রীরা। শিবিরে ২০০ জন রক্তদান করেন।

■ মঙ্গলবার বাংলাবিরোধী বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের এসআইআরের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দমদম বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নোয়াপাড়া বিধানসভায় প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সাংসদ পার্থ ভৌমিক, অরূপ চক্রবর্তী, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

১৬ দিনের সেবাশ্রয়ে উপস্থিতি প্রায় ৯৫ হাজার

প্রতিবেদন : পয়লা ডিসেম্বর থেকে ডায়মন্ড হারবারবাসীর সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চলছে সেবাশ্রয়-২। প্রতিদিন বেড়েই চলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা। ১৬ দিনে সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্যশিবিরে মানুষের উপস্থিতি ছাড়াল ৯৪ হাজারের গণ্ডি। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজের পর সোমবার থেকে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রেও শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য শিবির। মঙ্গলবার পর্যন্ত সেবাশ্রয় ক্যাম্পে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে নাম নথিভুক্ত করেছেন মোট ৯৪,৮০৫ জন। এদিন বজবজের ৩৪টি ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছেন ৬,৮৮৬ জন। মোট ৩,১৭৭ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৩,৪৮১ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৫১ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

বড়দিনে আসছে মিতিন মাসি, শীতের সন্ধ্যায় ট্রেলার লঞ্চ

প্রতিবেদন : তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিতিন মাসির ভূমিকায় আবারও চমক দিতে চলেছেন কোয়েল মল্লিক। মঙ্গলবার হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আসন্ন থ্রিলার 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে' ছবির ট্রেলার প্রকাশ পেল। প্রকাশ করা হল সঙ্গীতও। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোয়েল মল্লিক, কনীনিকা বন্দোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী ছাড়াও সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গাঙ্গুলি, পরিচালক অরিন্দম শীল প্রমুখ।

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সৃষ্ট মিতিন মাসি সিরিজের তৃতীয় ছবি এটি। ছবির গল্প একটি সুবিন্যাস রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। স্বামীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের অনুসন্ধানের জন্য মিতিনকে দায়িত্ব দেয় স্ত্রী। এরপরই তদন্তে নেমে পরতে পরতে রহস্যের উন্মোচন করেন মিতিন।

পরিচালক অরিন্দম শীল জানান, 'মিতিন— একটি খুনির সন্ধানে' ছবিটির মাধ্যমে আমরা আরও আত্মদর্শী এবং জটিল একটি তদন্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই গল্পটি মিতিনকে পেশাগত এবং আবেগগত—উভয় স্তরেই চ্যালেঞ্জ করে। সুরিন্দর ফিল্মস প্রযোজিত 'মিতিন— একটি খুনির সন্ধানে' ছবিটি ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে।

■ 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে' ছবির ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চে পরিচালক অরিন্দম শীল, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে গেল কয়লা বোঝাই লরি। আহত চালক। সোমবার রাতে শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ঘটনা

আমার বাংলা
17 December, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের এক মাসের মধ্যেই বাঁধ ও সেতু নির্মাণ জেলা প্রশাসনের

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়েছিল বাঁধ, ভেঙে পড়েছিল সেতু। প্রায় দু'হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সঙ্গে ভেসে যায় এলাকার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম গাঠিয়া নদীর ওপরের টানাটানি সেতু। সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় পুরো এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সেই সেতু পুনর্নির্মাণে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করে কাজ সম্পন্ন করল জেলা প্রশাসন। বামনডাঙা, টুন্ডু, খেরকাটা-সহ মডেল ভিলেজ এলাকার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। নদী পারাপারে নিত্যদিনই ছিল জীবনসংকট। কখনও বুকসমান জল ভেঙে হেঁটে, কখনও নৌকার সাহায্যে, কখনও আবার সরকারি কর্মীদের সহযোগিতায় পারাপার করতে হত। স্কুল-কলেজে যাতায়াত বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল, বাজার যাওয়া, অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল চ্যালেঞ্জের। সেতু ভেঙে যাওয়ায় খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ ও জরুরি সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের উদ্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়। একমাসের কম সময়ে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন টানাটানি সেতু ও বাঁধ তৈরি করা হয়। গত ৫ অক্টোবর নাগরাকাটা থেকে বামনডাঙা চা-বাগান এলাকার একমাত্র ব্রিজটি ভেঙে পড়ার ফলে বামনডাঙা, টুন্ডু, খেরকাটা মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ বিপদের মুখে পড়েছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, ৫ অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যায় বাঁধ ও ব্রিজ দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক মাসের কম সময়ে দুটির সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ এর ফলে উপকৃত হয়েছেন। জেলা প্রশাসন সর্বদা বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে আছে এবং সবরকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা শরণ সাহু, গাড়িচালক জানান, ব্রিজ এবং বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় মানুষকে নদী পেরোতে হচ্ছিল। গাড়ি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন স্বস্তি। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ।

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রীকে চাকরি

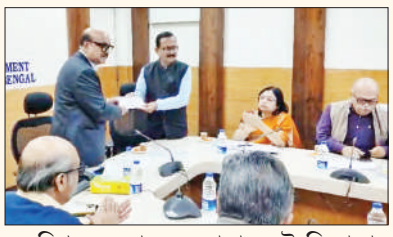

■ বিশ্ব মজুমদার কলকাতায় এই নিয়োগের চিঠি তুলে দিলেন অংশুমান চক্রবর্তীকে।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কথা দিয়ে কথা রাখার নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারে মৃত সাংবাদিক সুমিতেশ ঘোষের স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রী শিপ্রা ঘোষের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এদিন একটি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুমিতেশ ঘোষের স্ত্রীর নিয়োগপত্র শিলিগুড়ির প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তীর হাতে দেন বিশ্ব মজুমদার। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে প্রয়াত সাংবাদিকের পরিবারের আর্থিক অবস্থা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কোটায় সুমিতেশ ঘোষের স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দেবেন।

সাইকেল বিতরণ

■ নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে মঙ্গলবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের তিনটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে সবুজসাথীর সাইকেল বিতরণ করল ব্লক প্রশাসন। এদিন ২০৪ জন পড়ুয়ার হাতে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে কালিয়াগঞ্জের গিন্নিদেবী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সাইকেলগুলি তুলে দেওয়া হয়। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের শেরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০ জন, কুনোর কে সি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৬ জন ও তরঙ্গপুর এন কে বালিকা বিদ্যালয়ের ২৮ জনকে সাইকেল দেওয়া হয়।

কাজের সূচনা

■ ময়নাগুড়ি পুরসভার নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হল মঙ্গলবার। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের তরফ থেকে ৫৫ টি জমি পুরসভাকে হস্তান্তরিত করা হয়। এর মাঝেই নতুন ভবন নির্মাণের জন্য বিল্ডিং প্ল্যান, আর্থিক অনুমোদন পায় পুরসভা। মঙ্গলবার থেকে সেই কাজের সূচনা করা হল। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই পুরভবন নির্মাণের কাজের শিলান্যাস করে দেন। নতুন এই পুরভবন নির্মাণ করতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

বৈধ ভোটাররা বাদ পড়েনি তো? খসড়া হাতে বাড়ি বাড়ি তৃণমূল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। এতে দেখা গিয়ে বহু অসঙ্গতি। জীবিত ভোটারের নাম মৃতের তালিকায়, কোথাও আবার বৈধ ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে। পরিবারের একাধিক জনের নাম আসেনি, হয়েছে এমনটাও। আলিপুরদুয়ার জেলায় বাদ গিয়েছে ৯৫২৮৬ জনের নাম। তার মধ্যে যেমন রয়েছে মৃত ভোটারের নাম, তেমনই রয়েছে স্থানান্তরিত ভোটারের নাম। বৈধ ভোটারের নাম কোনওভাবে বাদ গিয়েছে কি না তা জানতে খসড়া হাতে বিএলএ-২দের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গেলেন তৃণমূলের

■ ময়দানে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

নেতা-কর্মীরা। দলের জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে খসড়া তালিকা হাতে জেলার প্রতি বুথের প্রতিটি বাড়িতে, সেই তালিকা নিয়ে যাচাই করতে নেমেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা, তাঁদের সঙ্গে থাকছেন সেই বুথের বিএলএ-২। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নিচ্ছেন যে কোনও বৈধ বা জীবিত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে কি না। যদি তেমন কিছু বেরিয়ে আসে, তবে সেই নাম বাদ পড়া ভোটারের নাম ফের ভোটার তালিকায় তুলতে যে সমস্ত সাহায্য করা দরকার তা বুথের বিএলএ-২ ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা করবেন।

■ জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে পালিত হল 'উন্নয়নের পাঁচালি'কে কেন্দ্র করে উন্নয়নের রথযাত্রা। ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকায় ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠ থেকে প্রায় ২০টি টোটোতে মাইক লাগিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি গানের মাধ্যমে এই উন্নয়নের রথযাত্রার সূচনা হয়। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়, ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক সভাপতি বাবলু রায়, টাউন ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ভিনরাজ্য থেকেও প্রকাশকরা আসছেন কোচবিহার বইমেলায়

সংবাদদাতা, কোচবিহার : শুধু রাজ্যের নয়, ভিন রাজ্য অসম থেকেও প্রশাসকরা আসছেন কোচবিহারের বই মেলায়। আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বইমেলা। স্থান রাসমেলা ময়দান। মোট ১৬০টি স্টল থাকবে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ। বইমেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন শেষে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে 'বই-এর জন্য হাঁটুন' পদযাত্রাও হবে বইমেলা উদ্বোধনের দিন। বইমেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, ক্যুইজ, আলোচনা হবে। অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার অমিয় ভূষণ স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে। পাশাপাশি স্থানীয় লোকসংস্কৃতি তুলে ধরা হবে এই বইমেলার মঞ্চে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এবছরও বইমেলায় বইপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়বে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বইমেলায় জেলার বাইরের পাবলিশাররা থাকবেন। পাশাপাশি স্থানীয় লেখক ও রাজবংশী লেখকদের লেখা পত্রিকা বই ও থাকবে বুক স্টলে।

■ প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

আমার বাংলা
17 December, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খড়্গপুর শহরের অদূরে দিনভর দাপাল দাঁতাল

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : খড়্গপুরের হিজলির জঙ্গলে দলছুট দাঁতাল। পথভ্রষ্ট হয়ে বেলদা রেঞ্জ এলাকা থেকে প্রবেশ করে হিজলি পার্কের কাছে। পাশেই বন দফতরের অফিস। ওখান থেকে খড়্গপুর শহরের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। অতীতে হাতির দলের প্রবেশের সাক্ষী রয়েছে খড়্গপুর শহর। ফলে আগেভাগেই প্রস্তুত ছিল বন দফতর। খবর পেয়েই সকাল থেকে নজরদারি চালান বনকর্মীরা। হাতির অবস্থান জানতে ওড়ানো হয় ড্রোন। উৎসুক জনতার ভিড় এড়াতে পুলিশের সহযোগিতা নেয় বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলদা রেঞ্জ এলাকা থেকে একটি দলছুট মঙ্গলবার ভোরে প্রবেশ করে হিজলির জঙ্গলে। গোপালি থেকে প্রেমবাজার রাজ্য সড়কে যে কোনও মুহূর্তে উঠে যেতে পারে। ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। ফলে সমস্ত দিক চিন্তাভাবনা করে সকাল থেকেই কড়া নজরদারি রেখেছিলেন বনকর্মীরা। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ খড়্গপুর-কেশিয়াড়ি রাজ্য সড়ক পারাপার হতে দেখা গিয়েছে তাকে। হিজলি রেঞ্জ আধিকারিক শুভেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, কোনওভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে হাতিটি চলে আসে। রাজ্য সড়ক পারাপার করে বিকেলের সময়। উৎসুক জনতাকে ঠেকাতে পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হাতিটিকে কলাইকুন্ডা রেঞ্জ এলাকার দিকে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত পাওয়া খবর, হিজলি ফরেস্ট কমিউনিটি হলের পাশের জঙ্গলেই অবস্থান করেছিল। লোকজনের ভিড় কমলে ঘাগরা রাস্তা পার করে কলাইকুন্ডার দিকে পাঠানো হবে।

নাবালিকা ধর্ষণ, গ্রেফতার ছয় যুবক

সংবাদদাতা, বীরভূম : রাজ্য পুলিসের সক্রিয়তায় ধরা পড়ল এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ছয় যুবককে। মল্লারপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবারই ছয় যুবককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। সোমবার গভীর রাতে নাবালিকাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর মল্লারপুর থানার পুলিশ নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে ছয়জনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, দ্রুততার সঙ্গে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কী উদ্দেশ্য তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের মারধর করে বলে জানা যাচ্ছে।

এসআইআর হলেও বিজেপি গো-হারান হারবে : শোভনদেব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : 'এসআইএর হলেও বিজেপি এখানে গো-হারান হারবে। দল রিভিউ করছে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না।' খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর এটাই প্রতিক্রিয়া রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের রক্তদান শিবিরে। খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বাদ যাবে না, দাবি মন্ত্রীর। কারণ, আমরা এসআইআর-এর কাজ করেছি, তার সম্পূর্ণ রিপোর্ট দলের কাছে আছে। আমরা আগেই 'দিদির দূত' অ্যাপে আপলোড করে দিয়েছি। এখান থেকে কিছু ত্রুটি বার হলে সেটা আমরা ধরে নেব। এই যে প্রক্রিয়া এটা সঠিক না বেঠিক এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করব না।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বিজেপি অনেক জায়গায় দেওয়াল লিখন শুরু করেছে

মঞ্চে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খোকন দাস ও শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রার্থীর নাম বাদ দিয়ে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছে। ওরা সব মন্ত্রীকে এনেছিল। যেখানে এই ধরনের মুখ্যমন্ত্রী আছে, বিজেপি আবার গো-হারা হারবে। ওঁর অল্টারনেটিভ কেউই নেই। কারণ তিনি ৯৫টা প্রকল্প চালাচ্ছেন। তাই ওঁকেই সবাই চায়।

রক্তদান শিবিরে শোভনদেব ছাড়াও আরেক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক খোকন দাস ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।

ওঁরা বহাল তবিয়তে তবু তালিকায় নিখোঁজ কেন!

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তাঁরা বহাল তবিয়তে বাড়িতে রয়েছেন, অথচ সরকারি খাতায় তাঁরা 'নিখোঁজ'। এমন অভিযোগ করার পাশাপাশি রীতিমতো আতঙ্কে দুর্গাপুর পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপল্লীর অন্তত ১০ জন বাসিন্দা। রাখি বটব্যাল, সঞ্জীব মান্ডি, শ্রাবণী মান্ডিরা জানান, নির্ধারিত সময়ে এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়ে সরকারি রিসিট থাকা সত্ত্বেও খসড়া তালিকায় তাঁদের নামের পাশে লেখা রয়েছে 'খুঁজে পাওয়া যায়নি'! শ্রাবণী মান্ডির

পূরণ করা এনুমারেশন ফর্ম হাতে শ্রাবণী মান্ডি।

অভিযোগ, ফর্ম জমা দিয়েছি, প্রমাণ আছে— তবুও তালিকায় অনুপস্থিত দেখাচ্ছে! এই গাফিলতির দায় কার, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এ বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করে দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন পুরমাতা রাখি তিওয়ারি বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই মানসিক চাপে নানা ঘটনা ঘটছে। ফর্ম জমা দিয়েও নাম নিখোঁজ দেখানো সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের দায়। প্রতিবাদের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

প্রতিবাদী শিক্ষক-খুনে পাঁচজনের যাবজ্জীবন

মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সাফল্য

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বাড়ির সামনে দিয়ে বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক ছুটিয়ে যাচ্ছিল দুই যুবক। প্রতিবাদ করেছিলেন ডেবরার শিক্ষক লক্ষ্মীরাম টুডু। তাতে পাঁচজন মিলে মারধর করে তাঁকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। ঘটনার প্রায় আড়াই বছর পর মিলল সুবিচার। অভিযুক্ত পাঁচজনকেই গত বুধবার খুন ও তফসিলি জাতি-উপজাতি অত্যাচার প্রতিরোধ আইনে দোষী সাব্যস্ত করেছিল মেদিনীপুর জেলা আদালত। আজ, মঙ্গলবার, বেলা ২টো নাগাদ দোষী সাব্যস্ত পাঁচজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন প্রথম অতিরিক্ত ও দায়রা বিচারক উদয় রানা। সঙ্গে পাঁচজনেরই ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী রাজকুমার দাস।

২০২৩-এর ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় লক্ষ্মীরাম

মেদিনীপুর জেলা আদালতে দণ্ডিতরা

বাড়ির সামনে দুটি মোটরবাইকের মধ্যে ধাক্কা ঘিরে বচসা শুরু হয়। গোলমাল থামাতে যান লক্ষ্মীরাম। কিছুক্ষণ পর অভিযুক্ত দুই মোটরবাইক আরোহী অর্ঘ্য ও সুমন ভুঁইয়া এবং অর্ঘ্যর বাবা রবি ভুঁইয়া, সৌমেন রক্ষিত ও বিষ্ণুপদ দোলইরা লক্ষ্মীরামকে কলার ধরে টেনে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় ফেলে মারধর করে। গলায় বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। তিনি কোমায় চলে যান। ১৪ মার্চ, মঙ্গলবার, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আদালতের রায়ে খুশি মৃত শিক্ষকের স্ত্রী শ্রীমতী টুডু। বলেন, প্রতিবাদ করায় আমার স্বামীকে ওরা খুন করেছিল। আমার শাখা-সিঁদুর কেড়ে নিয়েছিল। এই রায়ে খুব খুশি।

নতুন বছরে আলোয় সাজবে দিঘা, বাড়ছে নিরাপত্তাও

সংবাদদাতা, দিঘা : জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে সৈকত শহর দিঘার আকর্ষণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন বছরকে কেন্দ্র করে এবার পর্যটকদের বাড়তি ঢল নামতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সামলাতে যাবতীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে পুলিশ-প্রশাসন ও হোটেল মালিকদের নিয়ে বৈঠক হল মঙ্গলবার। ছিলেন জেলাশাসক ইউনিস ঋষিন ইসমাইল, পুলিশ সুপার মিতুন দে প্রমুখ। এদিনের বৈঠক থেকে নতুন বছরকে কেন্দ্র করে গোটা দিঘা পর্যটক কেন্দ্রকে রঙিন আলোর সাজে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন দিঘা

থেকে পুরনো দিঘা পর্যন্ত সাজিয়ে তোলা হবে আলোয়। এছাড়া জগন্নাথ মন্দিরও সাজবে রঙিন আলোয়। উৎসবের দিনগুলোতে ভিড় সামাল দিতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সুনির্দিষ্ট পার্কিং জোনে যানবাহন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রপাড়ে যাতে পর্যটক দুর্ঘটনার কবলে না পড়েন এজন্য ওই সময় সিভিল ডিফেন্সের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি চলবে ড্রোনে নজরদারি। ভিড়ে নাশকতার ছক এড়াতে ২৪ ঘণ্টা বিভিন্ন পয়েন্টে চলবে নাকা চেকিং। জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে বহু হোটেলে পর্যটকদের থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। সে বিষয়ে এদিন হোটেল মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি হোটেলে যাতে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকে সেজন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মত্ত অবস্থায় কেউ গাড়ি না চালান সেজন্য জিরো টলারেন্স নীতিতে চলবে চেকিং।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিয়ামতপুরের এক বাড়ি থেকে প্রচুর নকল চা, প্যাকেট, লেবেল উদ্ধার করে আসানসোল-দুর্গাপুর এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ছত্তিশগড়ের রোহিত মাহাত এবং আরেকজন মঙ্গলবারই বাড়িটি ভাড়া নেয়। কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি

আমার বাংলা

17 December, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

দুই মন্ত্রীর হাতে শুরু বইমেলা

সূচনায় মলয় ঘটক, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি।

সংবাদদাতা, আসানসোল : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে সূচনা হল নবমবর্ষের পশ্চিম বর্ধমান জেলা বইমেলা। ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলাশাসক এস পোন্নবলম-সহ অন্যরা। এবার মেলায় দেড় কোটি বই বিক্রি হবে বলে আশাপ্রকাশ করে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বলেন, গতবার রাজ্যে সাড়ে ১৪ কোটি বই বিক্রি হয়েছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও আসানসোল এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় বলে জানান তিনি। এদিন মেলা শুরুর আগে শহরে বইমেলা নিয়ে পদযাত্রা হয়। মেলা চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পশ্চিম বর্ধমান

পুলকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

সংবাদদাতা, আসানসোল : পুলকারে 'রোড সেফটি' নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। পার্সোনাল গাড়িকে পুলকার হিসেবে চালালে ৩১ জানুয়ারির পর আর রেহাই মিলবে না বলে জানান ডিসি ট্রাফিক পিভিজি সতীশ পশুমার্থী। দুর্ঘটনা রুখতে প্রতিটি স্কুলে গঠন করা হবে স্কুল রোড সেফটি কমিটি, যেখানে থাকবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, ট্রাফিক পুলিশ ও পুলকার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি স্কুলে অভিভাবক ও পুলকার মালিকদের বৈঠক হয়। উলুবেরিয়ায় পুলকার দুর্ঘটনায় ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে কড়া নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ডিসি ট্রাফিক জানান, নিয়ম ভাঙলে অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আইন ভাঙলে কাউকে ছাড়া হবে না।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট

পুরপ্রধানের শপথ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের নতুন পুরপ্রধান হিসেবে শপথ নিলেন শিউলি সিংহ। ছিলেন মহকুমা শাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরি, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, কাউন্সিলর প্রবীর পাল, প্রশান্ত রায় প্রমুখ। শপথ নিয়ে শিউলি সিংহ বলেন, শহরের সার্বিক উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা আরও গতিশীল এবং দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাই লক্ষ্য। উল্লেখ্য, গত মাসে দলীয় নির্দেশে পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ এবং উপপ্রধান সুখী সরেন ইস্তফা দেন। অস্থায়ী পুরপ্রধান হন প্রবীর পাল। পরবর্তীতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে শিউলি সিংহকে নতুন পুরপ্রধান করা হয়।

ঝাড়গ্রাম

২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোতুলপুরে বিরোধী দলগুলিতে ভাঙন

রাম-বাম ছেড়ে বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূলে ৪০০ জন

তৃণমূলে নগাবতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক হরকালী প্রতিহার।

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভার দেশড়া কোয়ালপাড়া অঞ্চলের ১০০টি পরিবারের মোট প্রায় ৪০০ জন সদস্য সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বঞ্চনার প্রতিবাদে কোতুলপুর ব্লকের দেশরা কোয়ালপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে একটি প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়। তৃণমূলের দাবি, সেই সভা থেকেই এলাকার বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে ১০০টি পরিবারের মোট ৪০০ জন সদস্য কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রাজ্যের উন্নয়ন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এদিনের সভামঞ্চে এঁরা যোগদান করেন বলে জানান সদ্য তৃণমূলে আশা বিভিন্ন দলের কর্মীরা। তৃণমূল মনে করছে, এই যোগদানে আগামী ২৬-এর নির্বাচনে তাদের হাত আরও শক্ত হবে।

বিএলওরই দাদার নামের পাশে মহিলার ছবি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এসআইআরের পর নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশের আশ্বাস দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই ধরা পড়ল বড়সড় ত্রুটি। সেই তালিকায় খোদ বিএলও-র দাদার নামের পাশেই স্থান পেল অজ্ঞাপরিচয় এক মহিলার ছবি। এটা কমিশনের ভুল নাকি অন্য কোনওভাবে ত্রুটি তা নিয়ে ধন্দে খোদ বিএলও। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের তরফে মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। রাজ্যের প্রতিটি বিএলও র কাছে পৌঁছে গিয়েছে সেই তালিকা। তালিকা হাতে নিজের নিজের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বসে স্থানীয় ভোটারদের নাম সেখানে রয়েছে কি না জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বিএলও-রা। এভাবেই নিজের বুথের ভোটারদের পরিষেবা দিতে গিয়ে রীতিমতো চমকে ওঠেন বাঁকুড়ার ৭০ নম্বর বুথের বিএলও জগবন্ধু দে। তালিকায় তাঁর নিজের দাদা রাজু দে-র নাম, পিতার নাম, বয়স, লিঙ্গ-সহ অন্যান্য তথ্য যথাযথ থাকলেও তাঁর নামের পাশে ছবি রয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচিত মহিলার। বিএলও জগবন্ধু দে-র দাবি, তাঁর দাদা কাজের সূত্রে ভিনজেলায় রয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ভোটারদের মতোই তাঁর দাদাও এনুমারেশন ফর্মে যথাযথ তথ্য ও নিজের ছবি-সহ জমা দিয়েছিলেন। সেই তথ্য তিনি নিজে হাতে কমিশনের পোর্টালে ডিজিটালাইজড করেন।

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার ফাইল চিত্র।

পৌষমেলা : প্রথম দিনেই সাড়া, বুকিং ৬০০ স্টল

প্রতিবেদন : অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার স্টল বুকিং শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। এই মর্মে রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো প্রথম দিনেই বিপুল সাড়া মেলে স্টল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে। প্রথম দিন ৬০০-রও বেশি স্টল অনলাইনে বুকিং করেছেন হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা। এদিন সকাল থেকেই হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের মোবাইল ফোন কিংবা ইন্টারনেট ক্যাফের মাধ্যমে নাম, প্যান নম্বর ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনে লগইন করে পৌষমেলার স্টল বুকিং করেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেন, প্রথম পর্যায়ে অনলাইন বুকিং প্রক্রিয়া আগামী ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে। পরবর্তী দুদিনে গত বছর অংশগ্রহণকারী হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে সর্বসাধারণকে স্টল বুকিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। পৌষমেলার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জেলার হস্তশিল্পীদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরাও ইতিমধ্যেই স্টল বুকিং করেছেন। তবে অনলাইনে স্টল বণ্টন ঘিরে কিছু অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। তাঁদের বক্তব্য, ২০২৪ সালেও স্টল ছিল, কিন্তু এবছর সাইট লগইন করেও তাঁদের নাম দেখতে পাচ্ছেন না। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর স্টল বণ্টন উপসমিতির তরফে জানানো হয়েছে, আইআইটি খড়্গপুরের সহায়তায় ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে। স্টল বণ্টনে যে কোনওরকম অনিয়ম বা অভিযোগ রুখতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট কড়া পদক্ষেপ করেছে। জেলা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। স্টল বণ্টন সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ এলেই তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, হস্তশিল্পী সমিতির সম্পাদক আমিনুল হুদা বলেন, অনলাইনে বুকিং ব্যবস্থায় কিছু কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে কেউ কেউ বুকিং করলেও ম্যাপে স্টল দেখতে পাচ্ছেন না। প্রথম দিন এত বড় পরিসরে কাজ শুরু হলে কিছু সমস্যা থাকতেই পারে। সমস্যা হলেই সমাধান করবেন কর্তৃপক্ষ। তবে অনেক হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী অনলাইন ব্যবস্থাপনার প্রশংসাও করে বলেন, এ বছর অনলাইনে প্লট বুকিং ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। ২০২৪ সালের কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে শুধু প্যান নম্বর দিয়েই স্টল বুকিং করা যাচ্ছে।

আখ মাড়াই পেশা শ্রবণ-বাক প্রতিবন্ধী পবিত্রর

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • হলদিয়া

জীবনের প্রতিক্ষণই যেন এক নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি। আর সেই লড়াইয়ে থেমে থাকতে নারাজ হলদিয়া মহকুমার সুতাহাটা ব্লকের বাহারডাব গ্রামের লড়াকু পবিত্র মান্না। জন্ম থেকে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী তিনি। ছোট থেকেই আর পাঁচজনের থেকে পবিত্রবাবুর জীবন ছিল অন্যরকম। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছেলে হওয়ায় শিক্ষার আলো সেভাবে দেখার সুযোগ পাননি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতায় সেভাবে প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসাও পাননি। তাতেও থেমে না থেকে ছোট থেকেই লড়াইয়ের এক একটি সিঁড়ি টপকে জীবনের একাধিক পর্বে নিজেকে শামিল করেছেন পবিত্রবাবু। বর্তমানে তাঁর সংসারের হাল একাই ধরেছেন পবিত্রবাবু। বাড়িতে পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুই সন্তান আছে। তাই সকলের পেট চালাতে রোজ সকাল হলেই প্রায় ৯ কিলোমিটার সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে পৌঁছে যান চৈতন্যপুরের রামপুরে। সেখানে বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম ও স্কুলের সামনে ফুটপাথে বসে আখ মাড়াই করেন তিনি। আর সেই আখের রস বিক্রি করে জীবনযুদ্ধে আর পাঁচটা মানুষের মতো শামিল পবিত্রবাবু। প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানার অন্যতম জ্বলন্ত প্রেরণা পবিত্র মান্না। তাঁর স্বপ্ন, সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করা। বাবার সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পবিত্রবাবুর ছেলে বিনন্দ মান্না মেদিনীপুর কলেজে ইতিহাস বিভাগে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছে। মেয়ে সুদীপা নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর এই সংগ্রামকে কুর্নিশ জানিয়ে হোড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আঞ্জুমা বিবি বলেন, উনি সকলের অনুপ্রেরণা। প্রমাণ করে দিয়েছেন বাক ও শ্রবণহীনতা কোনও প্রতিবন্ধকতাই নয়। অদম্য সাহসের জোরে জীবনসংগ্রামে জ্বলন্ত প্রেরণা হওয়া যায়।

১০
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

17 December, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেশপুরে উচ্চপর্যায় বৈঠক

সংবাদদাতা, কেশপুর : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন নিয়ে কেশপুর অডিটোরিয়ামে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল। বৈঠকে ছিলেন কেশপুরের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী শিউলি সাহা, মেদিনীপুর সদরের এসডিও মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, বিডিও মাসুদ করিম শেখ, কেশপুর থানার ওসি অমিত মুখার্জি এবং আনন্দপুর থানার ওসি প্রদীপ সিংহ, সেচ আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে শিউলি জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে কেশপুরকে। এই কারণে কেশপুরের তমাল ও পারাং নদীর ড্রেজিংয়ের কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে। এই কাজ কীভাবে দ্রুত ও পরিকল্পিতভাবে শুরু করা যায়, তা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি কেশপুরের ৪, ৫, ৬, ১১, ১২ ও ১৫ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মতো বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে ধাপে ধাপে কীভাবে কাজ শুরু করা হবে, সেই বিষয়েও একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়। বৈঠকে বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদীখনন এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রী আরও জানান, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়েই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে কাজ দ্রুত শুরু করা যায় এবং দীর্ঘদিনের বন্যাসমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হলে কেশপুর এলাকার মানুষ আগামী দিনে বন্যা ও জলবন্দি থাকার সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন।

বৈঠকে বক্তা মন্ত্রী শিউলি সাহা।

পুরনো বিবাদের জেরে আহত তিন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পুরনো বিবাদের জেরে আহত তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের চুরাভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙামালি ডেরুরবাড়ি এলাকায়। প্রতিবেশীর জমিতে ঢুকে পড়েছিল বাছুর। সেই নিয়ে বচসা থেকে শুরু হয় গন্ডগোল। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে তিনি। গন্ডগোলে উভয়পক্ষের মোট তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় উভয়পক্ষের তরফ থেকেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, উভয়পক্ষের তরফ থেকেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরনো বিবাদ রয়েছে দুই পরিবারের মধ্যে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কামারপুকুরের পর্যটন পরিকাঠামো নির্মাণ, ৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে কামারপুকুর ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন, প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে কামারপুকুর বাস স্ট্যান্ড, কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লক প্রাইমারি হেলথ্ ইউনিট, কামারপুকুরে ইকোট্যুরিজম পার্ক, কামারপুকুর মিশনে হস্টেল বিল্ডিং-সহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দিরের সংস্কার করা হয়েছে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুরোধে সম্প্রতি সেখানে একটি ৫ তলা গেস্ট হাউস, এরই সঙ্গে প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র করা হয়েছে। প্রায় ১,৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে একটি ওপেন পার্কিং জোনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পে খরচ হবে প্রায় ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর মঠের পবিত্র প্রাঙ্গণে পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের উদ্যোগে আগেই একটি বড় ব্যাসের নলকূপ স্থাপন এবং বণ্টন পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি এই জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করার লক্ষ্যে মঠ প্রাঙ্গণের মধ্যেই একটি ১৫০ মিমি ব্যাসের নতুন গভীর নলকূপ খনন এবং পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উন্নয়নের পাঁচালি-র প্রচারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বারুইপুরে

সংবাদদাতা, বারুইপুর : পশ্চিম বাংলার ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্তি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের পাঁচালি ঘোষণা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বারুইপুরে এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে মিছিল হয়। সেখানে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের রথের প্রতীক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ি করে সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বিমান ছাড়া এই উন্নয়নযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রাণী ও মৎস্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পুরসভার উপপ্রধান গৌতম দাস-সহ পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার এবং বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের নটি পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান-সহ প্রায় তিন হাজার তৃণমূল সমর্থক ও কুড়িটি সুসজ্জিত টোটো এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিলের স্লোগান ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের উন্নয়ন নিয়ে। বারুইপুর সোনারতরী থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বারুইপুর রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে শেষ হয়। এই মিছিলে প্রায় কুড়িটি টোটো গাড়িতে ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প উন্নয়নের পাঁচালী গান বাজে। আগামীকাল থেকে এই সুসজ্জিত টোটো গুলি বারুইপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ও বারুইপুরের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পাঁচালি গান বাজিয়ে প্রচার করবে।

শোভাযাত্রায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদয়নারায়ণপুরের বালিচক পঞ্চায়েতের সরপাই গ্রামে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির সূচনা করলেন বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন-সহ এলাকার একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিএলএ-কর্মীদের নিয়ে ইনডোরে সভা নেত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা ধরে পরীক্ষা করতে হবে। মঙ্গলবার এসআইআর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনই কালীঘাটের বাসভবনে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের ডেকে বৈঠক করেন নেত্রী। বিকেল চারটের পর বৈঠক শুরু হয়। ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

প্রায় ২৬৭ জন বিএলএ ছিলেন এদিন। নেত্রী প্রত্যেককে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা ধরে চেক করুন। যাঁদের নাম বাদ গেল কী কারণে বাদ গিয়েছে সেটা ভাল করে বুঝে নিন। তাঁদের যা সহযোগিতা দরকার তা করতে হবে। হিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কাগজপত্রের সমস্যা যাতে না হয় সেটা লক্ষ রাখতে হবে। নেত্রীর সংযোজন, মানুষকে ভরসা দিতে হবে।

অনেকেই এমন আছেন যাঁরা ভাল করে ইংরেজি বোঝেন না। যেকোনও রকম ফর্ম ফিলআপ ও ফর্ম বুঝতে তাঁদের পাশে থাকুন। যাতে হিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। অনেক বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষ আছেন, তাঁদের দিকে বেশি নজর রাখতে হবে।

রাজধর্ম পালন মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

বলা হয়েছে, সিট গঠন করে ঘটনার তদন্ত হবে। প্রথা-বহির্ভূতভাবে কী করে জলের বোতল মাঠে ঢুকল, সেই প্রশ্নও তুলেছে কমিটি— যার মধ্যে রয়েছেন ডিরেক্টর (সিকিউরিটি) পীযূষ পাণ্ডে, এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, দক্ষিণবঙ্গের এডিজি সুপ্রতিম সরকার এবং বারাকপুরের কমিশনার মুরলিধর।

শনিবার লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বেনজির বিশৃঙ্খলার পর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্জেন্টাইন মহাতারকা মাঠ ছাড়তেই গ্যালারি থেকে বোতল ছোঁড়া হয়, ভেঙে ফেলা হয় ব্যানার। তারপর ব্যারিকেড ভেঙে মাঠে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় উন্মত্ত জনতা। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ছাড়েন মেসি। গোটা ঘটনায় মেসির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার কমিটির সদস্যরা মাঠ ও গ্যালারির বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখেন। সোমবার রাতেই রিপোর্ট জমা দেয় কমিটি। মঙ্গলবার সকালে সেই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তাঁর প্রশ্ন, সাধারণত যুবভারতীতে জলের বোতল নিয়ে প্রবেশের অনুমতি নেই। সেদিন কেন জলের বোতলের স্টল ছিল স্টেডিয়ামের মধ্যে? দায়িত্বে থাকা সংস্থার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি। সেই সঙ্গে সিট গঠন করে যুবভারতী ভাঙচুরের ঘটনার তদন্তের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুবভারতীতে ভাঙচুরের পরেই গ্রেফতার করা হয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে। আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর পুলিশ। শনিবার যুবভারতীতে যে বিভিন্ন সংস্থা দায়িত্বে ছিল, তলব করা হয়েছে সেই সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। মোট ৬ জনকে মঙ্গলবার থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। জল সরবরাহ, টিকিট বিতরণের মতো কাজের দায়িত্ব ছিল এই সংস্থাগুলির উপর। মেসির সফরের সময় তাদের কাজে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই ৬ জনকে। পাশাপাশি, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মাঠের ভিতর কীভাবে খাবার ও জলের বোতল ঢুকল, তা নিয়েও তদন্ত করা হবে। বিচারপতি রায় বলেন, আমরা দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, স্টেডিয়ামের ভিতরে স্টল হয়েছিল। তবে এখনও সবটা তদন্তসাপেক্ষ। আমরা প্রাথমিক ভাবে মনে করছি, সেদিন যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, এটা তাঁদের দেখা উচিত ছিল। তাই আমরা সরকারের কাছে বলেছি, ওঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করল ৩৪ জন মাওবাদী। মঙ্গলবার আত্মসমর্পণ করা এই ৩৪ জনের মধ্যে ২৬ জনই নিষিদ্ধ সংগঠনের শীর্ষস্তরের নেতা। তাদের মোট মাথার দাম ছিল ৮৪ লক্ষ টাকার

দিল্লি দরবার

17 December 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

‘সার’ নিয়ে তীব্র যুক্তিবাণ

মোদি সরকারের মুখোশ খুলে দিলেন ডেরেক

নয়াদিল্লি : এসআইআর বা নির্বাচনী সংস্কারের নেপথ্যে মোদি সরকারের আসল অভিসন্ধিটা ঠিক কী, তা জলের মতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এই প্রসঙ্গে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মুখোশটা খুলে দিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, এসআইআরের নামে আসলে ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক বিভাজনের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিজেপিকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলার ১ জনের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলন হবে, দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন হবে। মনে করিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮ শতাংশ মহিলা সাংসদকে পাঠিয়েছেন, বিজেপি তা করতে পারেনি। এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজের সময় থেকেই ১০ সেকেন্ড তিনি চেয়েছিলেন, মাত্রাতিরিক্ত চাপে অকালমৃত্যু হয়েছে যে বিএলওদের, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

ডেরেকের উদ্বেগ, বাংলায় ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তিতে ভোটারদের রাজনৈতিক মেরুকরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। বিভাজনের নীতি নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের নীতি ডিভাইড, ডিসট্রাক্ট অ্যান্ড ডিফ্লেক্ট। এখানে বাংলায় কথা বললে গায়ে বাংলাদেশির তকমা লাগানো হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাকেও জোর করে অনৈতিকভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে আবার চাপে পড়ে তাঁকে দেশে ফেরাতে হচ্ছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করে ডেরেকের সাফ কথা, ক্লাস এইটের একটি পড়ুয়াও জানে সীমান্ত সুরক্ষা এবং অনুপ্রবেশ রোখার দায়িত্ব মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভারতের মতো দেশে নির্বাচনী সংস্কার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের খরচ বহন করা হোক, দাবি জানান ডেরেক। মনে করিয়ে দেন, ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথমে এই দাবি তুলেছিল নির্বাচনী ইস্তাহারে।

এরপরেই বিজেপি তথা মোদি সরকারকে নিশানা করতে গিয়ে ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা আদর্শ আচরণ বিধি থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এমনকী একজন নির্বাচন কমিশনার সরকারের আচরণের প্রতিবাদ করলে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এখানে সরকার কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করছে না। এখানে ইসি মানে হল এক্সট্রিমলি কমপ্রোমাইজড, এনটায়ারলি কমপ্রোমাইজড।

এই প্রসঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দেন, বাংলায় ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪ সালে বাংলায় হওয়া সবক’টা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। আমরা জিতি না স্যার, বাংলার মানুষ জেতে।

জাতির জনককে অবমাননা কেন? প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

রামজি বিল পেশ করতে গিয়ে লোকসভায় নাস্তানাবুদ বিজেপি

সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি তৃণমূলের

নয়াদিল্লি : মনরেগার নাম পরিবর্তনের বিল পেশ করতে গিয়ে লোকসভায় তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হল মোদি সরকার। যুক্তি-তর্কে তৃণমূল চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিল ভিবি রামজি বিল কতটা অগণতান্ত্রিক। মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হল বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভি বি রামজি বিল। শুরুতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল সাংসদরা। রীতিমতো উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা। কিছুটা থতমত খেয়ে যান কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় দাবি জানান, বিলটিকে অবিলম্বে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন এই বিলের মাধ্যমে মনরেগা প্রকল্পের আমূল পরিবর্তন করতে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে অপমান করেছে মোদি সরকার।

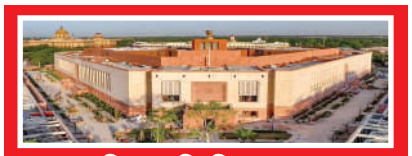

সংসদে জি রাম জি বিল পাশ করানো সহজ হবে না বুঝতে পেরেই বেকায়দায় পরে বুধবার সংসদের সমন্বয় কক্ষে সমস্ত সাংসদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিলটি বোঝানোর নয়া কৌশল নিচ্ছে মোদি সরকার।

তাঁর কথায়, রাম গোটা দেশে প্রণম্য। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। দেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তারপরেও তাঁকে অসম্মান করছে মোদি সরকার। এর পরেই তিনি দাবি করেন, মোদি সরকারের নতুন প্রকল্পে রাজ্যের ঘাড়ে বিরাট আর্থিক বোঝা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগে মনরেগা প্রকল্পের মোট খরচের ৯০ শতাংশ টাকা দিত কেন্দ্রীয় সরকার। এখন কেন্দ্র চাইছে প্রকল্পের ৪০ শতাংশ খরচ রাজ্যকে বহন করতে হবে। রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে এই সিদ্ধান্ত কী করে নেওয়া হল? প্রশ্ন তোলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ।

উল্লেখ্য, গত দু’দশক ধরে সারা দেশের সর্বত্র মনরেগা প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে ডিমান্ড বা চাহিদার ভিত্তিতে। এবার মোদি সরকার অনৈতিক ভাবে এই প্রকল্পের খোলনলচে বদলে ফেলে গোটা প্রকল্পটিকে জোগানভিত্তিক করে ফেলতে চাইছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় পদক্ষেপ, সাফ জানান প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। এদিন তৃণমূলের দেখানো পথে বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবিরের অন্যান্য দলও।

বিমায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

বিলের তীব্র বিরোধিতা সংসদে তৃণমূলের

নয়াদিল্লি: তৃণমূলের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হল বিমা আইন সংশোধনী বিল। সবকি বিমা সবকি রক্ষা আইন, ২০২৫ পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বিলের মধ্যে দিয়ে বিমায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিল মোদি সরকার। অর্থমন্ত্রী যতই সাফাই গান না কেন, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ যে দেশের বিমাক্ষেত্রে আসলে অশনি সঙ্কেত, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় প্রথমেই আপত্তি জানান বিলের নামকরণ নিয়ে। চাঁচাছোলা ভাষায় তিনি জানিয়ে দেন, বিলের এধরনের নাম হতে পারে না। নামটা শাসকজোটের স্লোগানের মতো শুনতে লাগছে। এখানেই শেষ নয়, মোদি সরকারকে এক হাত নিয়ে সৌগত রায়ের মন্তব্য, বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব আসলে পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ। বিলের বিরোধিতা করে মোদি সরকারকে এক হাত নেন লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়ও। তিনি কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তোলেন, বিমায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছে মোদি সরকার? দেশভক্তি? দেশপ্রেম? এর আসল উদ্দেশ্যটা কী?

পিছু হটল কেন্দ্র শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল জেপিসিতে

নয়াদিল্লি: তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধীদের প্রবল চাপের মুখে নতিস্বীকার করে মঙ্গলবার ‘বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল ২০২৫’-কে পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠাতে বাধ্য হল মোদি সরকার। এই বিলের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা পরিকাঠামোকে দখল করতে চাইছে মোদি সরকার, এই দাবি জানিয়ে লোকসভায় সোচ্চার হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হয় গোটা বিরোধী শিবির। এর পরেই পিছু হটতে বাধ্য হয় সরকারপক্ষ। মঙ্গলবার লোকসভায় বিলটিকে জেপিসিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজে। একইসঙ্গে তিনি জানান, সংসদীয় প্রথা মেনে এই বিল পর্যালোচনার জন্য গঠিত জেপিসিতে লোকসভার ২১ জন সদস্য থাকবেন। একইসঙ্গে রাজ্যসভার ১০ জন সাংসদ থাকবেন প্রস্তাবিত এই জেপিসিতে।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
অনেক আইন সংশোধন হয়, অনেক নতুন আইনও আসে, কিন্তু বিচারকে ত্বরান্বিত করার নিশ্চয়তা মেলে কি? কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কী ভাবছেন এই নিয়ে?

সুখেন্দুশেখর রায় (রাজ্যসভা)
পোর্টস অ্যান্ড লজিস্টিক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ট্রান্সমিশন, বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থায় এলআইসির বিনিয়োগের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিক কেন্দ্র। প্রতি আর্থিক বছরে প্রতিটি সংস্থার কেনাবেচার বিস্তারিত হিসাব চাই।

অরূপ চক্রবর্তী (লোকসভা)
পিএম কিষান সম্মাননিধির বাজেটে গত দু’বছরে কত টাকা খরচা হয়েছে? উপকৃতর সংখ্যাই বা কত? সুনির্দিষ্ট হিসেব দেওয়া হচ্ছে না কেন?

প্রকাশচিক বরাইক (রাজ্যসভা)
গত ৫ বছরে ন্যাশনাল, প্রাইভেট এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলো কৃষকদের জন্য কত ঋণ মঞ্জুর করেছে? বছর এবং রাজ্যভিত্তিক হিসাব দিক কেন্দ্র।

নাদিমুল হক (রাজ্যসভা)
টাকার অবনমন রুখতে ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিদেশি মুদ্রা আদান-প্রদানের অঙ্ক কত?

হেরল্ড ইস্যুতে মুখ পুড়ল বিজেপির

নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল হেরল্ড মামলায় মুখ পুড়ল বিজেপির। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার চার্জশিটে আপাতত মান্যতা পেল না দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। আইনি প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। স্বস্তি পেলেন সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তহবিল তছরুপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে দায়ের করা অভিযোগের ত্রুটি রয়েছে। ইডির আবেদন কোনও এফআইআর-এর ভিত্তিতে নয়।

দেশ বিদেশ

17 December, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারাণসীর রেলস্টেশন থেকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সীতারাম ওরফে বিনয়জিকে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা তাঁকে গ্রেফতার করে বলে জানিয়েছে প্রশাসন

ঘন কুয়াশায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে মৃত ১৩

নয়াদিল্লি : প্রচণ্ড কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে একাধিক মৃত্যু। উত্তরপ্রদেশের দিল্লি-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ঘন কুয়াশার কারণে পরপর একাধিক গাড়িতে সংঘর্ষ হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত এবং প্রায় ৭৫ জন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ভোরে দৃশ্যমানতা এতটাই কমে গিয়েছিল যে আটটি বাস ও তিনটি গাড়ি একটি অন্যটিতে ধাক্কা খায় এবং সেই ধারাবাহিক সংঘর্ষের ফলে আগুন লেগে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সরকারি কর্মকর্তারা এই খবর নিশ্চিত করেছেন। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের আগ্রা-নয়ডা ক্যারেজওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে, যেখানে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা সাংঘাতিক কমে গিয়েছিল। দ্রুত গতিতে আসা যানবাহনগুলি পরপর ধাক্কা খায়, এবং মুহূর্তের মধ্যে বাস ও গাড়িগুলিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে যাত্রীদের পালানোর জন্য সামান্য সময়ও ছিল না। ধাক্কার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সব গাড়িতে আগুন ধরে যায়, যাত্রীরা ভিতরে আটকা পড়েন এবং ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা এই বিশৃঙ্খলার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ওইসময় একটি যান থেকে অন্য যানে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে

পড়ছিল। যাত্রীরা পালানোর চেষ্টা করার সময় সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করতে থাকেন। দুর্ঘটনার পরপরই দমকলের গাড়ি, পুলিশ দল এবং অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান, অন্যদিকে উদ্ধারকারী দল জীবিতদের বের করে আনে এবং আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালগুলোতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রায় ২৫ জনকে মথুরা এবং সংলগ্ন জেলাগুলির হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের জন্য ২ লাখ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজে নামে। এই কারণে এক্সপ্রেসওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে কয়েক ঘণ্টা ধরে যান চলাচল বন্ধ ছিল। ঘন কুয়াশার মধ্যে দুর্ঘটনার কারণ এবং ঘটনাক্রম নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার সময় উত্তরপ্রদেশের বেশ কয়েকটি অংশে ঘন ধোঁয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা তীব্রভাবে কমে গিয়েছিল। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি আগ্রা এতটাই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল যে, তাজমহল কয়েক ঘণ্টা ধরে 'অদৃশ্য' থাকে। বারাণসী, প্রয়াগরাজ, মৈনপুরী এবং মোরাদাবাদ থেকেও একই অবস্থার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে খারাপ দৃশ্যমানতার কারণে যাত্রীরা ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে বাধ্য হন। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড অনুসারে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বাতাসের গুণমান ভিন্ন ছিল, আগ্রায় যেখানে 'খারাপ' এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে নয়ডা 'ভয়াবহ' শ্রেণিতে নেমে এসেছে। এর আগে সোমবার সকালে দিল্লিতেও বাতাসের গুণমান 'ভয়াবহ' ছিল, বিষাক্ত ধোঁয়াশার কারণে শহরের সর্বত্র দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

বিহার জুড়ে নিন্দার ঝড়

মুসলিম নারীকে অপমান নীতীশের, পদত্যাগের দাবি জোরালো হচ্ছে

পাটনা : এ কী করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার! বিহারে এক সরকারি অনুষ্ঠানে হিজাব পরিহিত এক মহিলা চিকিৎসকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে গিয়ে তাঁর হিজাব টেনে নামানোর চেষ্টা করলেন জেডিইউ সুপ্রিমো। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান ওই মহিলা চিকিৎসক। পরিস্থিত সামাল দিতে তাঁকে দ্রুত মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন উপস্থিত কর্মীরা। এই ঘটনার ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। প্রাক্তন অভিনেত্রী জায়েরা ওয়াসিম সমাজ মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, একজন মহিলার আত্মসম্মান কোনওভাবে খেলার পুতুল হতে পারে না। বিশেষ করে প্রকাশ্য মঞ্চে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। জায়েরার মন্তব্য, ক্ষমতা থাকলেই সীমা লঙ্ঘনের অধিকার জন্মায় না। নীতীশ কুমারের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন জায়েরা। লক্ষণীয়, এই জায়েরা 'দঙ্গল' ছবিতে অভিনয় করে অল্প বয়সেই দেশজুড়ে প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু দুটি ছবি হিট করার পরেই বলিউড থেকে বিদায় নেন তিনি। বলেছিলেন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানসিক শান্তির খোঁজেই অভিনয় জগৎ ছাড়লেন তিনি। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে আরজেডি-সহ বিরোধী দলগুলো। বিভিন্ন মহলে দাবি উঠেছে নীতীশের পদত্যাগেরও।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মহিলা চিকিৎসককে নিয়োগপত্র দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী আচমকাই তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, এটা কী, এরপর তিনি খানিকটা ঝুঁকে ওই চিকিৎসকের হিজাব টেনে নামানোর চেষ্টা করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর নীতীশের হাত ধরে তাঁকে থামানোর চেষ্টা করেন। বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে নারীর সম্মান ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় তীব্র আঘাত বলে মনে করছে।

জরুরি অবতরণের সময় কারখানার ছাদে ভেঙে পড়ল প্রাইভেট জেট, মৃত ৭

মেক্সিকো সিটি : মেক্সিকোয় জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে কারখানার ছাদে ভেঙে পড়ল একটি প্রাইভেট জেট। দুর্ঘটনার পরপরই বিমানে আগুন ধরে যায়। ঘটনায় অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেক্সিকোর সংশ্লিষ্ট বিমান নিরাপত্তা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, সোমবার একটি প্রাইভেট জেট আকাপুলকো থেকে মেক্সিকো সিটির টলুকা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাইলট তড়িঘড়ি জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অবতরণের আগেই বিপত্তি ঘটে। আকাপুলকো থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সানমাতেও আতেনকো শিল্পাঞ্চলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক কারখানার ছাদে ভেঙে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, জরুরি অবতরণের সময় কারখানার ছাদে থাকা ধাতব কাঠামোয় প্রথমে আঘাত লাগে বিমানের। তারপরই সেটি ভেঙে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং উদ্ধারকারী দল। আগুন নেভানোর পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। মেক্সিকো পুলিশ জানিয়েছে, বিমানটিতে আটজন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য ছিলেন। এখনও পর্যন্ত সাতজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চলছে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে উড়ানের সময় বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬ মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের হাজার কোটির বেশি বাণিজ্য

নয়াদিল্লি : লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মালা রায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানালেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত ছয় মাসে (মে থেকে অক্টোবর, ২০২৫) প্রায় হাজার কোটি টাকার বেশি বাণিজ্য হয়েছে। এর মধ্যে রফতানিই প্রধান। সংসদে দুই দেশের আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ করে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

লোকসভায় জানাল কেন্দ্র

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এই ছয়মাসে পাকিস্তানের সাথে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৩৮.৩৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে রফতানির অংশই প্রায় একচেটিয়া। বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরে জানান, মে থেকে অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে ভারত মোট ১,০৩৭.৭৮ কোটি টাকার পণ্য পাকিস্তানে রফতানি করেছে। শীর্ষ পাঁচটি রফতানিকৃত পণ্যের তালিকায় রয়েছে— ড্রাগ ফর্মুলেশন, বায়োলজিক্যালস (যার মূল্য ৬৭৩.৮৪ কোটি টাকা), বাল্ক ড্রাগস ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েটস (১৪৮.৫২ কোটি টাকা), রেসিডুয়াল কেমিক্যাল এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য (৯৩.০৭ কোটি টাকা), অর্গানিক কেমিক্যালস (৪৭.৯৯ কোটি টাকা) এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য (৪৬.৯৪ কোটি টাকা)। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্ট করে যে ওষুধ ও রাসায়নিক পণ্যগুলিই ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া প্রধান সামগ্রী। অন্যদিকে, এই একই ছয় মাসের সময়কালে পাকিস্তান থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ নগণ্য। মাত্র ০.৫৭ কোটি টাকা। শীর্ষ আমদানিকৃত পণ্যের তালিকায় রেসিডুয়াল কেমিক্যাল এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য (০.৩০ কোটি টাকা), প্লাস্টিক কাঁচামাল (০.১৬ কোটি টাকা) এবং বাল্ক ড্রাগস ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েটস (০.১১ কোটি টাকা) রয়েছে। তথ্য অনুসারে, আমদানির তালিকায় উল্লেখ করার মতো আর কোনও বড় পণ্য নেই। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স-এর তথ্যানুসারে, এই সময়ের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ১,০৩৮.৩৫ কোটি টাকা।

আসন বাড়বে : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর) যোগী আদিত্যনাথ কোনও তদন্ত করেছেন? নয়াদিল্লি স্টেশনে কত মানুষ পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন। বিজেপি তদন্ত করেছে? মাথায় রাখবেন স্টেডিয়ামের ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ক্ষমা চেয়েছেন। তারপর তদন্ত হচ্ছে, গ্রেফতার হচ্ছে, শাস্তি হচ্ছে। মানুষের সামনে এই সরকার সবসময় মাথা নিচু করে। বিজেপির এই রাজনৈতিক শিক্ষাটা নেই। অভিষেকের জিজ্ঞাসা, বিজেপি নেতাদের এই প্রশ্ন কেন করা হয় না? প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার সময় বলেছিলেন কালাধন দেশে ফেরাবেন। ফিরেছে? প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন? যারা নিজেরা জবাব দিতে ভয় পায়, তারা কোন সাহসে তৃণমূলকে প্রশ্ন করে? এই কারণে বিজেপি বারবার হারছে তৃণমূলের কাছে।

প্রকাশ হল খসড়া তালিকা

(প্রথম পাতার পর) হয়েছেন ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২ জন। স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬। ভুয়ো বা ডুপ্লিকেট ভোটার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩২৮টি নাম। এই রাজ্যেই প্রথমবার বাদ-পড়া নামের তালিকার পাশাপাশি বাদ দেওয়ার কারণ প্রকাশ করা হল। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, খসড়া তালিকায় নাম না থাকলে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কোনও অসঙ্গতি চোখে পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র কাছে গিয়ে জানানো যাবে। কাগজপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও যদি কারও নামের পাশে 'অনুপস্থিত' লেখা থাকে, সে-বিষয়েও আপত্তি জানানো যাবে। আবার পরিবারের কোনও সদস্য, প্রতিবেশী বা পরিচিত কেউ মারা যাওয়ার পরেও যদি তাঁর নাম তালিকায় থেকে যায়, সেই ক্ষেত্রেও অভিযোগ জানানো যাবে।

খসড়া তালিকা সংক্রান্ত সব ধরনের দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুনানি ও যাচাই প্রক্রিয়া। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাচ্ছে। voters.eci.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে তালিকা দেখা যাবে। পাশাপাশি কমিশনের ইসিনেট অ্যাপেও খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যা গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শরীরে সোডিয়াম বাড়াতে আচার, প্রক্রিয়াজাত মাংস (সসেজ, ডেলি মিট), পনির, লবণাক্ত বাদাম, ঝোল-ভিত্তিক স্যুপ এবং টিনজাত খাবার খেতে পারেন, এছাড়া খাবারে অতিরিক্ত লবণ যোগ করতে পারেন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

সোডিয়াম পটাশিয়ামের সমস্যা

সোডিয়াম-পটাশিয়াম দুটোই খুব প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। এই দুইয়ের উনিশ-বিশে শরীরের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটতে মুহূর্ত লাগে না। বাড়াবাড়ি হলে ঘটতে পারে জীবন সংশয়। অনিয়ন্ত্রিত সোডিয়াম-পটাশিয়াম থেকে কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সোডিয়াম ও পটাশিয়াম হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ বা ইলেক্ট্রোলাইট, এরা যেমন শরীরে কোষের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, তেমনই মস্তিষ্কের কোষের কার্যক্ষমতাও নির্ভর করে এই সোডিয়াম-পটাশিয়ামের উপর। শরীরের তরল ভারসাম্য, স্নায়ু ও পেশির সঠিক কার্যকারিতা, এবং অন্যান্য মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য এরা। পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম মিলেই তৈরি হয় মানবদেহের ইলেকট্রোলাইটস পরিবার। এ সব উপাদানের পরিমাণ কমবেশি হলেই সৃষ্টি হয় ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা। দু'টির অসামঞ্জস্যতায় হতে পারে জটিল রোগ এবং কিছু ক্ষেত্রে জীবনহানির মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

পরিমাপ

রক্তে স্বাভাবিক সোডিয়াম সিরামের মাত্রা প্রতি লিটারে ১৩৫ থেকে ১৪৫ মিলিকুইভ্যালেন্ট। এই সীমার বেশি হলে হয় হাইপারনেট্রেমিয়া। আবার ১৩৫ মিলিকুইভ্যালেন্টের নিচে হলে তাকে হাইপোন্যাট্রেমিয়া বলে। দুই ক্ষেত্রেই শারীরিক জটিলতা আসতে পারে।

WHO এর মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম খাওয়া উচিত। প্রায় ৫ গ্রাম লবণে এই পরিমাণ সোডিয়াম থাকে। সহজ ভাষায়, মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রাম অর্থাৎ ১ চা চামচ লবণ খাওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনের দ্বিগুণ নুন খায় রোজ। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন ১০.৭৮ গ্রাম নুন খায়, যা দুই চা চামচের সমান। তাতে ৪৩১০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। যা দৈনিক প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ। নুন শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিজ্ঞানের ভাষায় একে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে। কিন্তু অতিরিক্ত লবণ খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ-সহ অনেক গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

আবার ন্যাশনাল কিডনি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কের রক্তের সিরামে পটাশিয়ামের মাত্রা প্রতি লিটারে ৩.৫ থেকে ৫.০-৫.২ মিলিমোল হয়। শরীরে পটাশিয়াম এই সীমা পেরলেই দেখা দিতে পারে হাইপারক্যালেমিয়া। আবার হাইপোক্যালেমিয়া হল এমন একটি অবস্থা যখন রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। দুটোর ক্ষেত্রেই আসতে পারে নানা জটিল উপসর্গ।

সোডিয়াম কোষের মেমব্রেম ঠিকঠাক ভাবে তৈরি হতে সাহায্য করে। যদি মেমব্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে কোষের ক্ষতি হয় মারাত্মক। তেমনই আমাদের বেঁচে থাকতে যে উপযুক্ত মিনারেল প্রয়োজন তা মেটায় পটাশিয়াম। সোডিয়াম রক্তে মেশে বেশিমাত্রায়। কোষের মধ্যে প্রবেশ করে খুব অল্প। পটাশিয়াম রক্তে মেশে কম মাত্রায়। বেশি কোষের ভিতরে থাকে।

হাইপোন্যাট্রেমিয়া

- সোডিয়াম কমলে পেশির দুর্বলতা, ক্লান্তি, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমস্যা।
- মানসিক বিভ্রান্তি, উদ্বেগ, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তি হ্রাস ইত্যাদি।
- পেশিতে ক্র্যাম্প, শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা, খিঁচুনি, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা।
- গুরুতর ক্ষেত্রে কোমা বা মৃত্যুর মতো বিপদও আসতে পারে।

হাইপারন্যাট্রেমিয়া

- শরীরের যদি সোডিয়াম বেড়ে যায় তাহলে উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। শরীরে জল জমে এবং কিডনির ওপর চাপ তৈরি করে।
- শরীরে সোডিয়াম বাড়লে তৃষ্ণা প্রচণ্ড বেড়ে যায়।
- মানসিক বিভ্রান্তি আসে, মনোযোগের,অভাব, অস্থিরতা এবং মাংসপেশির টান অর্থাৎ খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।
- শরীরে অতিরিক্ত সোডিয়াম নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে জল ধরে রাখে ফলে ব্লাড ভলিউম বা মোট

রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং রক্তনালির ওপর চাপ সৃষ্টি করে যা উচ্চরক্তচাপ ঘটায়।ফলে সোডিয়াম বাড়লে অতিরিক্ত রক্তচাপ হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির ওপর চাপ ফেলে, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

- অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করতে কিডনির উপর চাপ পড়ে। এর ফলে কিডনির কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

হাইপোক্যালেমিয়া

- শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি হলে পেশির দুর্বলতা, ক্র্যাম্প বা খিঁচুনি হয়। সেই সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত হার্ট বিট বা অ্যারিথমিয়া দেখা দিতে পারে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়েরিয়া দুই দেখা দিতে পারে। পেটে কম বা বেশি ব্যথা হতে পারে। ভীষণ দুর্বলতা হয় শরীরে।
- কিছু ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের অভাবে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা নষ্ট হয়, মনের ওপর প্রভাব ফেলে, মানসিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

হাইপারক্যালেমিয়া

- পটাশিয়াম বাড়লে খুব ক্রাম্প ধরে হাত এবং পায় অসাড়তা আসে, ঝিঝি ধরে।
- পেটে প্রচণ্ড অস্বস্তি, বমি বমি ভাব হয়। বমিও হতে পারে।
- শ্বাসকষ্ট হতে পারে, সঙ্গে খুব শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।
- রক্তচাপ কমতে পারে। হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।
- কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে শরীর অতিরিক্ত পটাশিয়াম বের করতে পারে না ফলে বেড়ে যায়।
- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস কিডনির ক্ষতি করে অতিরিক্ত পটাশিয়াম বের করতে বাধা দেয়, ফলে রক্তে পটাশিয়াম বেড়ে যায়।
- ডায়াবেটিক কেটোঅ্যাসিডোসিস এই গুরুতর অবস্থায় শরীর থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে যেতে পারে।

কী করণীয়

- বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই কমে আসে। কমতে থাকে শ্বেত রক্তকণিকাও। ফলে শরীর নতুন প্যাথোজেনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না সাবলীলভাবে। তাই অল্পেই নানা রোগ ধরে যায় বয়স্কদের।

অধিকাংশ বয়স্ক মানুষই উচ্চ রক্তচাপের কারণে নুন কম খান। এর পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খেলে শরীর থেকে নুন বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়।

- তাই বয়স্কদের সবচেয়ে আগে সোডিয়াম-পটাশিয়াম টেস্ট করিয়ে রাখা জরুরি।
- কিডনির অসুখ, মেনিনজাইটিস, মস্তিষ্কের টিউমার জাতীয় অসুখেও শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম অনিয়ন্ত্রিত হয়।
- প্রক্রিয়াজাত খাবার কমিয়ে ফল ও শাকসবজি যেমন কলা, পালং শাক, মিষ্টি আলু, টমেটো বেশি খান।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার অ্যাডভাইসারি কমিটির মাথায় এলেন অনিল কুম্বলে

বর্ষসেরা সাবালেঙ্কা

ফ্লোরিডা : টানা দুই মরশুম ডব্লুটিএ-র বিচারে বর্ষসেরার সম্মান পাচ্ছেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা। গত বছরের মতো গোটা ২০২৫ সালটাও র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে বেলারুশের তরুণী। তাই এবারও সাবালেঙ্কাই পাচ্ছেন বর্ষসেরার সম্মান। এক মরশুমে সর্বোচ্চ অর্থের পুরস্কারমূল্যের নজিরও গড়েছেন তিনি। ডব্লুটিএ জানিয়েছে, এই বছর সাবালেঙ্কার পুরস্কার অর্থের পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৮ হাজার ৫১৯ মার্কিন ডলার। চলতি বছর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত খেলোয়াড়ের পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন আমান্ডা আনিসিমোভা। ২০২৫-এ মার্কিন তরুণী পৌঁছেছেন উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে।

জয়ী মুম্বই

পুণে : সরফরাজ খানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ক্রিকেটে রাজস্থানকে ৩ উইকেটে হারাল মুম্বই। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৬ রান তুলেছিল রাজস্থান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, ১৮.১ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ৪১ বলে অপরাজিত ৭২ রান করেন। তবে মাত্র ২২ বলে ৬টি চার ও ৭টি ছয়ের সাহায্যে ৭৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা সরফরাজ।
এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে।

কামিন্স, লিয়ন ফিরলেন বাঁচার লড়াই ইংল্যান্ডের

অ্যাডিলেড, ১৬ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে অ্যাডিলেড ওভালে অ্যাশেজের মরণ-বাঁচন ম্যাচে নামছে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, পারথ ও ব্রিসবেনে জিতে ২-০ এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে ডন ব্র্যাডম্যানের শহরেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে নিতে চাইছে। ম্যাচের আগের দিন দু'দলই তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে।

চলতি অ্যাসেজে প্রথমবার মুখোমুখি হবেন কামিন্স ও স্টোকস।

প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে ফিরলেন জেসন কামিন্স। ব্রিসবেনে খেলার সুযোগ না পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নাথান লিয়ন। অ্যাডিলেডে ফিরছেন অস্ট্রেলীয় তারকা স্পিনার। কামিন্স ও লিয়ন এলেন ব্রিসবেনে খেলা দুই পেসার মিচেল নেসের এবং ব্রেন্ডন ডোগেটের জায়গায়। তবে ফিট হলেও বাদ পড়লেন উসমান খোয়াজা। চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলেননি অস্ট্রেলীয় ওপেনার। ফলে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে গাব্বায় সফল জেক ওয়েদারল্ডই ওপেন করবেন।

চোটের কারণে প্রায় ১৬ সপ্তাহ বোলিং করেননি কামিন্স। চোটের জায়গাকে বিশ্রামে রাখতে চেয়েছিলেন। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ভাল জায়গায় রয়েছেন। কামিন্স বলেছেন, অ্যাডিলেডে ফিরতে পারছি বলে ভাল লাগছে। তবে আমার বোলিং করার উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই। দল ছন্দে রয়েছে। নিজেদের সেরাটা আমরা বাকি তিনটি টেস্টেও উজাড় করে দিতে চাই।

ইংল্যান্ড শিবিরের কাছে ডু-অর-ডাই পরিস্থিতি। অ্যাডিলেডে না জিতলে আরও একবার অ্যাশেজ খোয়াতে হবে। তবে বেন স্টোকসরা প্রত্যাবর্তনের জন্য মরিয়া। একটি পরিবর্তন হয়েছে ইংল্যান্ডের প্রথম এগারোয়। গাস অ্যাটকিনসনের জায়গায় খেলবেন পেসার জস টাং। দু'বছর আগে ২০২৩ অ্যাশেজ ২-২ ড্র করেছিল ইংল্যান্ড। কঠিন কাজটা করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ইংরেজরা। স্টোকস বলেছেন, আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে রয়েছি, যেখানে তিনটি ম্যাচ জিততেই হবে। এ ব্যাপারে তরুণদের উজ্জীবিত করতে আমাকে একটু বেশি কথা বলতেই হচ্ছে। চেষ্টার ত্রুটি রাখছি না।

দোষী সাব্যস্ত রণতুঙ্গা দেশে ফিরলে গ্রেফতার

কলম্বো, ১৬ ডিসেম্বর : ইমরান খানের পর এবার অর্জুন রণতুঙ্গা। জেলযাত্রার মুখে আরও এক বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক! ১৯৯৬ সালে রণতুঙ্গার নেতৃত্বে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। তাঁর বিরুদ্ধে ৪৫ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তাতে রণতুঙ্গা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এই মুহূর্তে বিদেশে রয়েছেন তিনি। দেশে ফিরলেই গ্রেফতার করা হবে তাঁকে।

৪৫ কোটির দুর্নীতি

ইমরানের মতোই অবসরের পর রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন রণতুঙ্গা। ভোটে জিতে হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। সেই সময় অর্থের বিনিময়ে বেশ কয়েকটি সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রণতুঙ্গা ও তাঁর দাদা ধাম্মিকার বিরুদ্ধে। রণতুঙ্গার মন্ত্রিত্বের মেয়াদে ধাম্মিকা ছিলেন একটি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। দু'জনে মিলে দুর্নীতি করেছিলেন বলে আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ধাম্মিকাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আপাতত জামিনে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। ধাম্মিকা যাতে দেশ ছাড়তে না পারেন, তার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে অভিযোগ ২৭টি সংস্থাকে বেআইনিভাবে বরাত পাইয়ে দেওয়ার। এর জন্য তিনি ৪৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের এই দুর্নীতি এতদিনে প্রমাণিত। রণতুঙ্গার জেলযাত্রা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। গত বছর ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পরেই শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছিল, যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। এই নিয়ে তৈরি হয়েছিল তদন্ত কমিশনও। সেই কমিশনই তদন্ত করে রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রমাণ আদালতে জমা দিয়েছিল।

ফেরত পাবেন বকেয়া বেতন

পিএসজির সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে জয় এমবাপের

প্যারিস, ১৬ ডিসেম্বর : পুরনো ক্লাব পিএসজির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে জয় পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদে সই করার পরেই ফরাসি ক্লাবের বিরুদ্ধে বকেয়া বেতন আটকে রাখার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এমবাপে। পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধে সম্মানহানির অভিযোগ তুলেছিল পিএসজি। যদি মঙ্গলবার ফ্রান্সের শ্রম আদালত নির্দেশ দিয়েছে, পিএসজিকে দ্রুত এমবাপের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে। যা বোনাস-সহ প্রায় ৬ কোটি ইউরো। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর এমবাপে অবশ্য দাবি করেছিলেন, ২৬ কোটি ইউরো বকেয়া রয়েছে। পাল্টা পিএসজি সম্মানহানি বাবদ ৪৪ কোটি ইউরো দাবি করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই আইনি যুদ্ধে জয় হল এমবাপের। তবে শ্রম আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে পিএসজি।

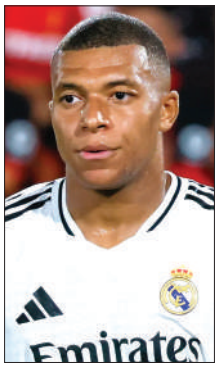

খুন কবাডি খেলোয়াড়

মোহালি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র ফের রক্তাক্ত! এবার ম্যাচ চলাকালীনই গুলি করে খুন করা হল কবাডি খেলোয়াড় রানা বালাচৌরিয়াকে। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবের মোহালিতে। সেলফি তোলার নাম করে কবাডি খেলোয়াড়ের কাছাকাছি এসে তাঁকে গুলি করে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রানা। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে সিধু মুসাওয়ালার হত্যাকারী বামবিহা গ্যাং। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা বাইকে করে এসেছিল। সেলফি তোলার ছলে খুব কাছ থেকে রানার মুখে এবং শরীরের উপরে অংশে চার থেকে পাঁচটি গুলি করা হয়। খুনের কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে, বামবিহা গ্যাংয়ের তরফে একটি পোস্টে বলা হয়েছে, রানা তাদের বিরোধী জগ্গু ভগবানপুরিয়া এবং লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হয়ে কাজ করছিলেন বলেই নাকি তাঁকে খুন করা হয়েছে।

আট গোলের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট ম্যান ইউয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : চলতি মরশুমের সবথেকে রোমাঞ্চকর ম্যাচের সাক্ষী রইল প্রিমিয়ার লিগ। ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বোর্নমাউথের সঙ্গে ৪-৪ ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড! ৮ গোলের ৯০ মিনিটের এই থ্রিলারকে মরশুমের সেরা ম্যাচ বলে চিহ্নিত করেছেন প্রাক্তন তারকা তথা ফুটবল বিশেষজ্ঞ জেমি ক্যারাঘার।

ম্যাচটা যে এভাবে রোমাঞ্চকর মোড় নেবে, সেটা কিন্তু শুরুতে বোঝা যায়নি। বরং ১৩ মিনিটেই আমাদ দিয়ালোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। তবে ৪০ মিনিটে ১-১ করে দিনে বোর্নমাউথের আন্তোন সেমেনিও। সংযুক্ত সময়ে কাসেমিরোর গোলে ফের ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে মাঠ ছেড়েছিল ম্যান ইউ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই একের পর এক নাটক! ৪৬ মিনিটে ২-২ করেন বোর্নমাইথের এভানিলসন। এরপর ৫২ মিনিটে মার্কাস তাবেরনিয়েরের গোলে প্রথমবারের মতো ম্যাচে লিড নেয় বোর্নমাউথ। কিন্তু নাটকের তখনও বাকি ছিল।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ম্যান ইউ অধিনায়ক ব্রুনো।

৭৭ মিনিটে অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজের গোলে ৩-৩ করে ফেলে ম্যান ইউ। দু'মিনিট পরেই মাথেউস কানহার গোলে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের গ্যালারিতে হাজির ম্যান ইউয়ের সমর্থকরা যখন একটা রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্বপ্নে বিভোর। ঠিক তখনই ফের নাটকীয় মোড় নেয় ম্যাচ। ৮৪ মিনিটে ১৯ বছর বয়সি ফরাসি স্ট্রাইকার এলি জুনিয়র ক্রুপির গোলে ৪-৪ করে ফেলে বোর্নমাউথ। ম্যাচের বাকি সময় আর কোনও গোল হয়নি। অবশ্য শেষ দিকে বোর্নমাউথের ডেভিড ব্রুকসের দু'টি শট ম্যান ইউ গোলকিপার সেনে ল্যামেন্স দক্ষতার শীর্ষে উঠে রুখে না দিলে, এক পয়েন্টের বদলে খালি হাতে মাঠ ছাড়তে হত ব্রুনোদের। এদিনের ড্রয়ের পর, ১৬ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের ছ'নম্বরে রইল ম্যান ইউ। ঘরের মাঠে এই নিয়ে শেষ তিন ম্যাচে জয় অধরাই রইল ম্যান ইউয়ের। ম্যাচের পর কোচ রুবেন আমোরিম বলেছেন, দারুণ উপভোগ্য একটা ম্যাচ হল। তবে ম্যাচটা আমাদের জেতা উচিত ছিল। ভাল খেলেও ঘরের মাঠে টানা তিনটে ম্যাচ জিততে পারলাম না আমরা। এটা হতাশাজনক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

17 December, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

বেঙ্গালুরু ওপেন এটিপি চ্যালেঞ্জারে খেলবেন টেনিস তারকা সুমিত নাগাল

জয়ী আনন্দ

■ **মুম্বই :** দোম্মারাজু গুকেশের খারাপ সময় যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জেতার পর থেকেই গুকেশের ফর্মে ভাঁটার টান। এবার মুম্বইয়ে আয়োজিত গ্লোবাল চেস লিগের তৃতীয় রাউন্ডে কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের কাছে হেরে গেলেন গুকেশ। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ টানা দু'টি ম্যাচ হেরে চাপে ছিলেন। গুকেশকে হারিয়ে সেই চাপ অনেকটাই কাটিয়ে উঠলেন।

ঐশ্বর্যর নজির

■ **ভোপাল :** জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বড় চমক দিলেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার। মঙ্গলবার পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জয়ের পথে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। মোট ৪৭০.৭ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জেতেন ঐশ্বর্য। যা নতুন বিশ্বরেকর্ড। ৪৬৩.৭ পয়েন্ট স্কোর করে এই ইভেন্টে রুপো পেয়েছেন নিরজ কুমার। ব্রোঞ্জ পান অখিল শেরন। তিনি ৪৫১.৮ পয়েন্ট স্কোর করেছেন।

ভিলেন কুয়াশা

■ **প্রতিবেদন :** কোচবিহার ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে বাংলাকে লড়তে হচ্ছে কুয়াশার সঙ্গে! পরের রাউন্ডে ওঠার জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে বাংলাকে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে মঙ্গলবার প্রথম দিনে মাত্র ১৭ ওভারই খেলা হয়েছে। দিনের শেষে বাংলার রান ৩ উইকেটে ৮৯। আদিত্য রায় ৩৫ রানে অপরাজিত রয়েছেন। প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন চন্দ্রহাস দাস (২৭), আত্মজ মণ্ডল (১০) এবং আশুতোষ কুমার (৯)।

রেকর্ড ২৫.২০ কোটিতে কেকেআরে গ্রিন

প্রতিবেদন : জ্যাকপট জিতলেন ক্যামেরন গ্রিন। ২০২৬ আইপিএলের মিনি নিলামে তিনিই ছিলেন হটকেক। রেকর্ড ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডারকে কিনে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তিনিই আন্দ্রে রাসেলের পরিবর্ত। বিদেশিদের মধ্যে সর্বকালীন রেকর্ড দর পেলেন গ্রিন। গতবার আইপিএলের মেগা নিলামে ২৪.৭৫ কোটিতে কেকেআরে এসেছিলেন মিচেল স্টার্ক। তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিলেন গ্রিন।

কেকেআরের হাতে ছিল সবচেয়ে বেশি ৬৩ কোটিরও বেশি অর্থ। টার্গেটের পয়লা নম্বরে ছিল গ্রিনের নাম। তাঁকে নিয়ে শুরুতেই বাজিমাত করার পর মাথিশা পাথিরানার মতো দাপুটে পেসারকেও চড়া দামে তুলে নিয়েছে নাইট ম্যানেজমেন্ট। গ্রিনকে নিয়ে শুরুতে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কেকেআরের লড়াই হলেও পরে আসরে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। সিএসকে-র সঙ্গে কড়া টক্কর শেষে ২৫.২০ কোটিতে গ্রিনকে পেয়ে যায় শাহরুখ খানের দল। নিলাম বিরতিতে কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, আমাদের ধরে রাখা সীমার মধ্যেই পছন্দের ক্রিকেটারকে পেয়ে গিয়েছি। আমরা সন্তুষ্ট। যদিও পুরো অর্থ পাবেন না গ্রিন। তিনি পাবেন ১৮ কোটি টাকা। বিদেশি ক্রিকেটারদের স্যালারি ক্যাপ এবার বেঁধে দিয়েছে বিসিসিআই। বাকি ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা যাবে বোর্ডের প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডে। কোচ অভিষেক বললেন, গ্রিন ব্যাট করবেন তিন নম্বরে। তবে নারিন এবার ওপেন করবেন না।

বিশাল অঙ্কে কেকেআরে বেগুনি জার্সিতে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। গ্রিন বলেছেন, কেকেআর সমর্থকদের বলছি, আমি উত্তেজিত কেকেআরের হয়ে মাঠে নামার জন্য। আশা করি, দারুণ একটা মরশুম কাটবে। ইডেন গার্ডেন্সে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। আমি কেকেআর।

শ্রীলঙ্কার তারকা পেসার মাথিশা পাথিরানাকে ১৮ কোটির বিশাল অঙ্কে ছিনিয়ে নিয়েছেন ভেঙ্কি মাইসোর, অভিষেক নায়াররা। লড়াইয়ে ছিল লখনউ, দিল্লি। বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকেও চড়া দামে নিয়েছে নাইটরা। নিলামে লড়াইয়ের পর ৯.২০ কোটিতে তাঁকে পায় কেকেআর।

উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে অল্প দামেই নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেনকে পেয়ে গিয়েছে নাইটরা। যদিও কিপিংটা অ্যালেনের দ্বিতীয় পছন্দ। ধরে না রাখা ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য কিছু দূর বিড করেছিল কেকেআর। কিন্তু ৭ কোটিতে প্রাক্তন নাইট চলে যান আরসিবি-তে। দিল্লির ২৩ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার তেজস্বী সিং দাহিয়াকে ৩ কোটিতে দলে নিয়েছে শাহরুখের দল। রাচিন রবীন্দ্র, টিম শিফার্টের সঙ্গে বাংলার আকাশ দীপ, রাহুল ত্রিপাঠীও এসেছেন কেকেআরে। অনামীদের মধ্যে প্রশান্ত সোলাঙ্কি, সার্থক রঞ্জন, দকশ কামরা, কার্তিক ত্যাগিও নাইট সংসারে।

পার্সে প্রায় ৪৪ কোটি নিয়ে নিলামে নামা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন সিএসকে আনক্যাপড প্লেয়ার হিসেবে দুই তরুণ প্রশান্ত বীর ও কার্তিক শর্মাকে ১৪.২০ কোটিতে দলে নিয়ে চমক দিয়েছে। ম্যাট হেনরি, সরফরাজ খান, রাহুল চাহারদেরও নিয়েছে তারা। কাশ্মীরি পেসার আকিব নবি দারকে ৮.৪০ কোটিতে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। লখনউ পেয়েছে হাসারাঙ্গা, জস ইংলিশ, আনরিখ নর্খিয়াদের। লিয়াম লিভিংস্টোনকে কিনেছে হায়দরাবাদ। ৭ কোটিতে জেসন হোল্ডার গুজরাটে। কুইন্টন ডি'কক ফিরলেন মুম্বইয়ে। অবিক্রিত থেকে যান ডেভন কনওয়ে, ম্যাকগার্কের মতো তারকা।

চড়া দামের নাইট

ক্যামেরন গ্রিন ২৫.২০ কোটি
মাথিশা পাথিরানা ১৮ কোটি
মুস্তাফিজুর রহমান ৯.২০ কোটি

নিলামে চমক (আনক্যাপড)

চেন্নাই সুপার কিংস
প্রশান্ত বীর ১৪.২০ কোটি
কার্তিক শর্মা ১৪.২০ কোটি
দিল্লি ক্যাপিটালস
আকিব নবি দার ৮.৪০ কোটি

নিয়মরক্ষার ম্যাচে আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে সাত গোল দিয়ে মেয়েদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রাউন্ড রবিন লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করে বুধবার নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে লাল-হলুদের মেয়েরা। ফাইনালের প্রতিপক্ষও ঠিক হয়ে গিয়েছে। সুলঞ্জনা রাউলদের সামনে আয়োজক দল নেপাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। ফাইনালিস্ট দু'দলই আজ লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি। শনিবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ট্রফির লড়াইয়ে নামার আগে ফাইনালের মহড়া সেরে নেওয়ার সুযোগ দু'দলের কাছে। আগের ম্যাচে একাই পাঁচ গোল করেছেন দলের উগান্ডান স্ট্রাইকার ফাজিলা ইকওয়াপুট। গোলের মধ্যে বাকিরাও। নেপালের দলটি ঘরের মাঠের সমর্থন নিয়ে খেলবে। সেটা তাদের জন্য সুবিধার হলেও ছন্দে থাকা ইস্টবেঙ্গল ফাইনাল-সহ শেষ দু'টি ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

ব্যারেটোর দলের জয়ে নায়ক পাওলো

প্রতিবেদন : কোচের ভূমিকায় দাপুটে জয় দিয়েই নতুন ইনিংস শুরু করলেন হোসে র‍্যা মিরেজ ব্যারেটো। বেঙ্গল সুপার লিগে সবুজ তোতার দল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও এফসি মেদিনীপুরকে উড়িয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স জিতল ৩-১ গোলে। ব্যারেটোর দলে দাপট ব্রাজিলীয় ফুটবলার পাওলো সিজার। তাঁর জোড়া গোলের সুবাদে পিছিয়ে পড়েও জয় ছিনিয়ে নিল ব্যারেটোর দল। তবে দুর্দান্ত খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন কৌস্তভ দত্ত। একটি গোলও করেন।

■ ম্যাচের একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত।

মঙ্গলবার হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল ব্যারেটোর দল। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই মেদিনীপুরকে এগিয়ে দেন সুদীপ কুমার দাস। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় হাওড়া-হুগলি। ৫৫ মিনিটে পাওলোর গোলে সমতা ফেরায় ওয়ারিয়র্স। এরপর ৬৭ মিনিটে পাওলোর পেনাল্টি থেকে করা গোলে ব্যবধান বাড়ায় হাওড়া-হুগলি। খেলার শেষ লগ্নে ৮৫ মিনিটে কৌস্তভের গোল মেদিনীপুরের কফিনে শেষ পেরেক গেঁথে দেয়। প্রথম ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ব্যারেটোর দল।

বিদায় মেসি, সাক্ষাতে যন্ত্রণা ভুলেছেন সুনীল

বেঙ্গালুরু, ১৬ ডিসেম্বর : তিন দিনের সফর শেষ করে মঙ্গলবার সকালে ভারত ছাড়েন লিওনেল মেসি। দিল্লিতে গোট কনসার্টের পর সফরসূচিতে সামান্য বদল হয়। আম্বানি গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে সোমবার রাতেই গুজরাতের জামনগরে বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও সংরক্ষণকেন্দ্র 'বনতারা'য় যান মেসি। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে দুই সতীর্থকে নিয়ে প্রাইভেট জেটে ফিরে যান। সূত্রের খবর, আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি বার্সেলোনায় ফিরেছেন।

এদিকে চোটের কারণে মেসির সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সংশয়ে ছিলেন সুনীল ছেত্রী। মুম্বইয়ে না-যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা উপক্ষা করেই সুনীল হাজির হয়েছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

ভারতীয় ফুটবলের শেষ সুপারস্টার তিনি।

সুনীল একজন ভক্ত হিসেবেই মেসির সঙ্গে দেখা করেছেন। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সমাজমাধ্যমে আবেগপ্রবণ বার্তায় সুনীল লিখেছেন, মুম্বইয়ে আমি না-যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম। চোটের কারণে কার্যত খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। বেশির ভাগ সময় এখন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে থাকতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম, মুম্বইয়ে যাব না। কিন্তু আমার নিজের মধ্যে ভক্তসত্তা বিদ্রোহ করায় শেষ পর্যন্ত যেতে বাধ্য হলাম।

আপ্লুত সুনীল আরও লিখেছেন, যে মানুষটি আমাকে সবসময় আনন্দ দেন এবং যাঁর শিল্প আমার সব দুঃখের প্রতিষেধক, তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেছিলাম। খেলাধুলার ক্ষেত্রে লিও মেসি যা করেছেন তার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারা একটি স্বপ্ন এবং কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। রডরিগো ডু'পলের মতো একজন বিশ্বকাপজয়ীর সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতাও অসাধারণ ছিল। এছাড়াও লুইস সুয়ারেজের কথা বলতে হবে। আমাদের প্রজন্মের সম্ভবত সবচেয়ে সম্পূর্ণ ৯ নম্বর জার্সিধারীর সঙ্গে ছবি তুলতে পেরে শিশুসুলভ উত্তেজনা ছিল।

লখনউয়ে জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোই লক্ষ্য, বলছেন আনরিখ নোখিয়া

আজ জিতলেই সিরিজ পকেটে

গম্ভীরের কাঁটা সূর্য-শুভমনের ফর্ম

বিশ্বকাপের আগেই সূর্য ও শুভমনকে ফর্মে দেখতে চায় ভারতীয় শিবির।

লখনউ, ১৬ ডিসেম্বর : জিততেই সিরিজ পকেটে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। ধর্মশালার দুরন্ত জয়ের পর, সিরিজে আপাতত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। তবে জোড়া কাঁটার খচখচানি নিয়েই লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের ২২ গজে নামছেন গৌতম গম্ভীরের শিষ্যরা।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল একেবারেই ফর্মে নেই। যা আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় শিবিরের রক্তচাপ বাড়াচ্ছে। শুরু হয়েছে সমালোচনাও। লখনউয়েও যদি সূর্য ও গিল ব্যর্থ হন, তাহলে সমালোচনার ঝড় আরও তীব্র হবে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে অবশ্য সূর্যদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থ শিমব দুবে। তিনি বলেন, সূর্য ম্যান উইনার। এমন একজন ক্রিকেটার যে, একাই পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা ম্যাচ জেতাতে পারে। শুভমনও সব ফরম্যাটে নিজেকে প্রমাণ করেছে। গোটা দল ওদের পাশেই রয়েছে। ফলে শেষ মুহূর্তে কোনও অঘটন না ঘটলে, ধর্মশালার দল অপরিবর্তিত রেখেই লখনউয়ে খেলতে নামবেন সূর্যরা। আহত অক্ষরের পরিবর্তে বাংলার শাহবাজ আহমেদ স্কোয়াডে ঢুকলেও, তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই।

বিশ্বকাপের আগে আর মাত্র সাতটি ম্যাচ হাতে রয়েছে ভারতের। প্রোটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচের পর, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবেন সূর্যরা। তাই দল নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে চাইছেন না গম্ভীর। বোর্ড সূত্রের খবর, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দেওয়া হবে। যদিও প্রশ্ন উঠছে সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে। গিলের ব্যাটে রান খরা সত্ত্বেও ডাগআউটে বসে কাটাতে হচ্ছে সঞ্জুকে। এমনকী, কিপিং করছেন জিতেশ শর্মা। তাই জোরালো দাবি উঠছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ দুটো ম্যাচে সঞ্জুকে খেলানোর।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ক্রিকেটারদের চাপমুক্ত রাখতে গম্ভীর আবার গোটা দল নিয়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ধুরন্ধর' দেখতে গিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, লখনউয়ের একটি প্রেক্ষাগৃহে ঢুকছেন সূর্যরা। সঙ্গে কোচ গম্ভীর, সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে, বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। বাকি সাপোর্ট স্টাফরাও ছিলেন। বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিলেন সূর্য-সহ বাকি ক্রিকেটাররা। গম্ভীরকেও দেখা গিয়েছে হাসি মুখে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকছেন। সচরাচর টিম ইন্ডিয়ার কোচের মুখে হাসি দেখা যায় না। তবে বুধবার ম্যাচের শেষে গম্ভীরের এই হাসি মুখ দেখা যাবে কি না, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন!

১২৫ বলে ২০৯ রান!

অভিজ্ঞান-ঝড়ে বড় জয় যুবদের

ডাবল সেঞ্চুরির পর অভিজ্ঞান।

দুবাই, ১৬ ডিসেম্বর : মরুশহরে ব্যাটে ঝড় তুললেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু। অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১২৫ বলে অপরাজিত ২০৯ রানের বিস্ফোরক ইনিংস এল বাঁ হাতি বঙ্গসন্তানের ব্যাট থেকে! জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও, অভিজ্ঞানের জন্ম এবং ক্রিকেটার হিসাবে বেড়ে ওঠা মুম্বইয়ে। এদিন অভিজ্ঞানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৪০৮ রান তুলেছিল ভারত। জবাবে ৩২.১ ওভারে মাত্র ৯৩ রানেই গুটিয়ে যায় মালয়েশিয়ার ইনিংস। ফলে ৩১৫ রানে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। যা চলতি যুব এশিয়া কাপে সবথেকে বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড। ভারতের দীপেশ দেবেন্দ্র ৫ উইকেট দখল করেন।

এদিকে, ছোটদের পঞ্চাশ বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞান-ই প্রথম ভারতীয়, যিনি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন। যুব ওয়ান ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞান ছাড়া ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার জোরিচ ভ্যান শাল্কউইক। চলতি বছরের শুরুতে প্রোটিয়া ব্যাটার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ২১৫ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অম্বাতি রায়াডুর ২৩ বছরের পুরনো রেকর্ডও এদিন ভেঙে দিয়েছেন অভিজ্ঞান। ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টনটনে ১৭৭ করেছিলেন রায়াডু। এতদিন যুব ওয়ান ডে-তে এটাই ছিল কোনও ভারতীয় ব্যাটারের সর্বোচ্চ রান। ১২১ বলে ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিজ্ঞান। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামা অভিজ্ঞানের রান একটা সময় ছিল ৯২ বলে ১২৮। পরের ৮১ রান তিনি করেছেন মাত্র ৩৩ বলে! সব মিলিয়ে মেরেছেন ১৭টি চার ও ৯টি ছয়। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, কতটা বিস্ফোরক মেজাজে অভিজ্ঞান ব্যাট করেছেন। অভিজ্ঞানের পাশাপাশি এই ম্যাচে বড় রান করেছেন বেদান্ত ত্রিবেদী। তিনি ১০৬ বলে ৯০ রান করে আউট হন। ২৬ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন বৈভব সূর্যবংশী।

শীর্ষস্থানে ফের স্মৃতি

দুবাই, ১৬ ডিসেম্বর : মেয়েদের ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকার এক নম্বর জায়গা ফের নিজের দখলে নিলেন স্মৃতি মান্ধানা। মঙ্গলবার আইসিসি যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্টকে টপকে শীর্ষ উঠে এসেছেন স্মৃতি। দুইয়ে নেমে গিয়েছেন উলভার্ট। ব্যাটারদের প্রথম দশে স্মৃতি ছাড়া রয়েছেন আরেক ভারতীয় জেমাইমা রডরিগেজ। তিনি রয়েছেন দশম স্থানে। তিনে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনার। চার এবং পাঁচে যথাক্রমে ইংল্যান্ডের ন্যাট শিভার ব্রান্ট ও অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি। মেয়েদের ওয়ান ডে বোলারদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সোফি একেলস্টোন। দুই ও তিনে দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজেন কাপ এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যালানা কিং। প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় পাঁচ নম্বরে থাকা দীপ্তি শর্মা।

মেসি দর্শনের বদলে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে বিরাট

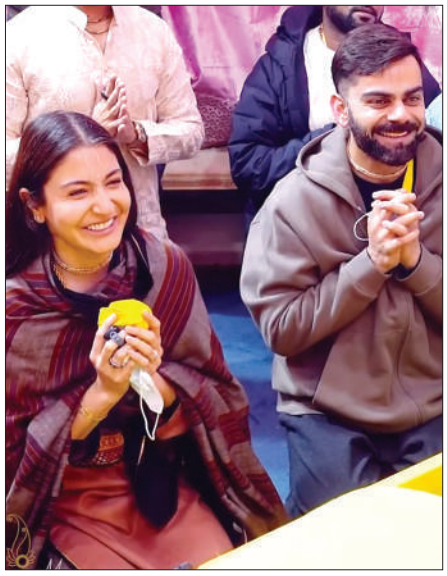

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : রবিবার লন্ডন থেকে ভারতে এসেছিলেন। এর পরেই বিরাট কোহলিকে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল যে, লিওনেল মেসির দিল্লি অনুষ্ঠানে এক ফ্রেমে দেখা যাবে দুই 'গোট'-কে। যদিও শেষ পর্যন্ত সোমবারের অনুষ্ঠানে বিরাটকে দেখা যায়নি। মঙ্গলবার মেসির ভারত ছাড়ার দিনেই কিং কোহলিকে সস্ত্রীক দেখা গেল বৃন্দাবনে, প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে।

আধ্যাত্মিক দিকে বরাবরই টান রয়েছে বিরাটের। টেস্ট থেকে অপ্রত্যাশিত অবসরের পরের দিনই স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে বৃন্দাবনের আশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি। চলতি বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে গেলেন বিরুষ্কা। সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে আশ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন বিরাট। দু'জনেরই মুখে হাসি। ভিডিওতে মহারাজকে বিরুষ্কার উদ্দেশ্যে বলতে শোনা গিয়েছে, নিজের কাজকে ঈশ্বরের সেবা মনে করো।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। দিল্লির হয়ে খেলবেন বিরাট। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ফের ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে মাঠে নামতে চলেছেন বিরাট। গত বছর রঞ্জি ট্রফির একটি ম্যাচ খেললেও, বিরাট শেষবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন ২০১০ সালে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজের প্রস্তুতি বিরাট নেবেন বিজয় হাজারে খেলে।

গাড়ি উপহার পেলেন বিশ্বকাপজয়ী হরমনরা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে আয়োজিত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন হরমনপ্রীত কৌররা। মঙ্গলবার বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা টাটা মোটরস সংবর্ধনা জানাল বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলকে। একই সঙ্গে দেশকে গর্বিত করার জন্য প্রত্যেক ক্রিকেটারকে উপহার দেওয়া হল একটি করে সদ্য লঞ্চ হওয়া টাটা সিয়েরা গাড়ি।

প্রসঙ্গত, হরমনপ্রীতরা কাপ জয়ের পরেই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে গাড়ি উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ২ নভেম্বর ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন হরমনপ্রীতরা। সতীর্থের চোটে হঠাৎ করেই বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়া শেফালি ভার্মা ব্যাট হাতে ৮৭ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা হয়েছিলেন। ভারতীয় পুরুষ দল এর আগে একাধিকবার ওয়ান ডে এবং টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলেও, মেয়েদের এটাই ছিল প্রথম বিশ্বকাপ জয়।